টীকা-২. এসব আশা-আকাংখা হয়ত মৃত্যু-যন্ত্রণার মুহূর্তে শাস্তি দেখে করা হবে, যখন কাফিররা অবগত হয়ে যাবে যে, তারা গোমরাহীর মধ্যে ছিলো, অথবা পরকালে রোজ-ক্বিয়ামতের কঠিন ও ভয়ানক অবস্থাদি এবং নিজেদের পরিণাম ও শেষাবস্থা দেখে।

যাজ্জাজ-এর অভিমত হচ্ছে যে, কাফিররা যখন কখনো আপন শাস্তির অবস্থাদি ও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর রহমত দেখবে তখন প্রত্যেকবার এ আকাংখা করবে যে,

টীকা-৩. হে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)!

টীকা-৪. পার্থিব আনন্দ ও সুখ-সম্ভোগ।

২. বহু আশা-আকাংখা করবে কাফিররা (২)- যদি (তারা) মুসলমান হতো!

৩. তাদেরকে ছাড়ুন (৩)! খেতে থাকুক এবং ভোগ করতে থাকুক (৪)! আর আশা-আকাংখা (৫) তাদেরকে খেলাধূলায় মগ্ন রাখুক! অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (৬)।

৪. এবং যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি সেটার একটা জ্ঞাত লিপিবদ্ধ সময় ছিলো (৭)।

৫. কোন গোষ্ঠী আপন প্রতিশ্রুত কাল থেকে আগেও বাড়তে পারেনি এবং পেছনেও হটতে পারেনি।

৬. এবং বললো (৮), 'হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তুমি উন্মাদ (৯)!

৭. আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা কেন উপস্থিত করছোনা (১০) যদি তুমি সত্যবাদী হও (১১)?'

৮. আমি ফিরিশ্‌তাদেরকে বিনা কারণে প্রেরণ করিনা এবং তারা অবতীর্ণ হলে এরা অবকাশ পাবে না (১২)।

৯. নিশ্চয় আমি অবতীর্ণ করেছি এই ক্বোরআন এবং নিশ্চয় আমি নিজেই সেটার সংরক্ষক (১৩)।

১০. এবং নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি।

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿٤﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٥﴾

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ﴿٨﴾

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾

টীকা-৫. সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস এবং দীর্ঘ জীবনের, যে কারণে তারা ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে,

টীকা-৬. নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে। এ'তে সতর্ক করা হয়েছে যে, দীর্ঘ আশা-আকাংখাসমূহের বেড়াজালে আটকা পড়া ও পার্থিব সুখ ভোগের তালাশে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া ঈমানদারের জন্য শোভা পায় না। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "দীর্ঘ আশা-আকাংখাসমূহ পরকালকে ভুলিয়ে দেয় এবং কুপ্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ সত্য থেকে নিবৃত্ত রাখে।"

টীকা-৭. 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয্'-এর মধ্যে। ঐ নির্ধারিত সময়ে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

টীকা-৮. মক্কার কাফিররা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

টীকা-৯. তাদের এ উক্তি হাসি-ঠাট্টা স্বরূপই ছিলো। যেমন- ফির'আউন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছিলো- إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (অর্থাৎ "নিশ্চয়, তোমাদের রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত, অবশ্যই উন্মাদ।")

টীকা-১০. যারা আপনি রসূল হওয়ার ও ক্বোরআন শরীফ আল্লাহর কিতাব হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-১১. এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

টীকা-১২. তৎক্ষণাৎ শাস্তিতে লিপ্ত করা হবে।

টীকা-১৩. অর্থাৎ আমি বিকৃতি, পরিবর্তন এবং হ্রাস-বৃদ্ধি করা থেকে সেটাকে সংরক্ষণ করি। সমস্ত জিন্ ও মানব জাতি এবং সমস্ত সৃষ্টির পক্ষেও সম্ভবপর নয় যে, তাতে একটা অক্ষরের হ্রাস বা বৃদ্ধি করবে কিংবা কোন প্রকার পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করবে।

আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন করীমকে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেহেতু, এ বৈশিষ্ট্য শুধু ক্বোরআন শরীফেরই জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোন আসমানী কিতাব এ প্রতিশ্রুতি লাভ করেনি।

উক্ত 'সংরক্ষণ করা' কয়েক প্রকারের হতে পারেঃ-

এক) ক্বোরআন করীমকে এমন মু'জিযা করেছেন যে, মানুষের উক্তি এর মধ্যে মিশ্রিত হতেই পারেনা।

দুই) সেটাকে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা করেছেন; ফলে কেউই সেটার মতো কোন বাক্য গড়তেও সক্ষম হয়নি।

তিন) সমস্ত সৃষ্টিকেই সেটাকে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম করে দিয়েছেন। ফলতঃ কাফিররা তাদের পরিপূর্ণ শত্রুতা সত্ত্বেও এই পবিত্র কিতাবকে নিশ্চিহ্ন করতে অক্ষম হয়েছে।

টীকা-১৪. এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, যেভাবে মক্কার কাফিররা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মূর্খ সুলভ কথাবার্তা বলেছে, আর বেয়াদবী বশতঃ তাঁকে উন্মাদ বলেছে, অনুরূপভাবে, প্রাচীনকাল থেকেই নবীগণ (আঃ)-এর সাথে কাফিরদের এ কুপ্রথাই চলে আসছে এবং তারা রসূলগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। এ'তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্তর মুবারকে শান্তনা দেয়া হয়েছে।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

১১. এবং তাদের নিকট কোন রসূল আসতেন না, কিন্তু তার সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো (১৪)।

كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

১২. এভাবেই, আমি এ ঠাট্টা-বিদ্রূপকে সেসব অপরাধীদের (১৫) অন্তরগুলোর মধ্যে পথ প্রদান করি;

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

১৩. তারা সেটার উপর (১৬) ঈমান আনেনা এবং পূর্ববর্তীদেরও এরূপ প্রথাই গত হয়েছে (১৭)।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

১৪. এবং যদি আমি তাদের জন্য আস্‌মানে কোন দরজা খুলে দিই, যেন দিনের বেলায় তারা তাতে আরোহণ করে;

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তবুও তারা একথাই বলতো, 'আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; বরং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে (১৮)।'

রুকূ' - দুই

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

১৬. এবং নিশ্চয় আমি আসমানের মধ্যে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছি (১৯) এবং সেগুলোকে প্রত্যক্ষকারীদের জন্য সুশোভিত করেছি (২০)।

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

১৭. এবং সেটাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সংরক্ষণ করেছি (২১);

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. কিন্তু যে চুরি করে গোপনে শোনার জন্য যায়, তখন তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা (২২)।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

১৯. এবং আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে নোঙ্গর স্থাপন করেছি (২৩), আর সেটার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উদ্‌গত করেছি।

টীকা-১৫. অর্থাৎ মক্কার মুশ্‌রিকদের।

টীকা-১৬. অর্থাৎ নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা ক্বোরআনের উপর

টীকা-১৭. যে, তারা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)কে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র শাস্তি দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এমতাবস্থা তাদেরই। সুতরাং তাদের আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করা উচিত।

টীকা-১৮. অর্থাৎ- সে সব কাফিরের হঠকারিতা এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, যদি তাদের জন্য আস্‌মানের দরজাও খুলে দেয়া হয়, তাদের জন্য তাতে আরোহণ করাও সহজ করে দেয়া হয় এবং দিনের বেলায়ই তা অতিক্রম করে ও স্বচক্ষে দেখে নেয়, তবুও তারা মানবেনা; বরং একথা বলে বসবে, "আমাদের দৃষ্টিকে সম্মোহিত করা হয়েছে এবং আমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।" সুতরাং যখন স্বচক্ষে অবলোকন করেও তাদের বিশ্বাস হয়নি, তখন ফিরিশ্‌তাদের আগমন ও সাক্ষ্য দেয়া, যা তারা দাবী করছে, তাদের কি উপকার করবে?

টীকা-১৯. যা গ্রহ-নক্ষত্রের তিথিসমূহ (রাশিচক্র)। এগুলোর সংখ্যা সর্বমোট বারটাঃ ১) মেষ, ২) বৃষ, ৩) মিথুন, ৪) কর্কট, ৫) সিংহ, ৬) তূলা, ৭) বৃশ্চিক, ৮) ধনু, ৯) মকর, ১০) কুম্ভ, ১১) মীন এবং ১২) কন্যা।

টীকা-২০. তারকাসমূহ দ্বারা।

টীকা-২১. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, "শয়তানরা আসমানসমূহে প্রবেশ করতো এবং সেখানকার খবরসমূহ জ্যোতিষীদের নিকট নিয়ে আস্‌তো। যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করলেন, তখন শয়তানদেরকে তিন-আস্‌মান থেকে রুখে দেয়া হয়। যখন হযরত সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের বেলাদত শরীফ হলো তখন সমস্ত আসমান থেকেই রুখে দেয়া হলো।

টীকা-২২. 'শিহাব' (شهاب) ঐ নক্ষত্রকে বলা হয়, যা অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল হয়। আর ফিরিশ্‌তাগণ তাদ্বারা শয়তানদের প্রহার করে।

টীকা-২৩. পর্বতসমূহের, যাতে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থাকে এবং নড়াচড়া না করে।

টীকা-২৪. শস্য ও ফলমূল ইত্যাদি।

টীকা-২৫. বাঁদী, গোলাম, চতুষ্পদ প্রাণী ও ভৃত্য ইত্যাদি।

টীকা-২৬. 'ভাণ্ডারসমূহ থাকা' মানে- 'ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ার থাকা। অর্থ এ'যে, আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম– যতই ইচ্ছা করি এবং যে পরিমাণ হিকমত বা প্রজ্ঞার চাহিদা হয়।'

টীকা-২৭. যা আবাদীগুলোকে পানি দ্বারা ভর্তি ও উর্বর করে দেয়।

টীকা-২৮. যে, পানি তোমাদের ইখ্তিয়ারাধীন হবে, অথচ সেটার প্রতি তোমাদের চাহিদা রয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার কুদ্রত এবং বান্দাদের অক্ষমতার উপর মহাপ্রমাণ রয়েছে।

টীকা-২৯. অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আমিই চিরস্থায়ী। আর মালিকানার দাবীদারের মালিকানা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সমস্ত মালিকের মালিক স্থায়ী থাকবেন।

২০. এবং তোমাদের জন্য সেটার মধ্যে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (২৪) এবং তাদের জন্যও, যাদের তোমরা জীবিকাদাতা নও (২৫)।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. এবং এমন কোন বস্তু নেই, আমার নিকট যেটার ভাণ্ডার নেই (২৬)। এবং আমি সেটাকে অবতীর্ণ করিনা, কিন্তু এক পরিজ্ঞাত পরিমাণে।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾

২২. এবং আমি বায়ুসমূহ প্রেরণ করেছি মেঘমালার বহনকারীরূপে (২৭), অতঃপর আমি আস্‌মান থেকে বারি বর্ষণ করেছি; অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দিয়েছি এবং তোমরা তার কোন খাজাঞ্চি নও (২৮)।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. এবং নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই মালিক (২৯)।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে তোমাদের মধ্যে যারা আগে অগ্রসর হয়েছে এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যারা তোমাদের মধ্যে পেছনে রয়েছে (৩০);

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদেরকে ক্বিয়ামতে উঠাবেন (৩১)। নিশ্চয় তিনিই প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

রুকূ' - তিন

২৬. এবং নিশ্চয় আমি মানুষকে (৩২) ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, যা প্রকৃত পক্ষে এক কালো গন্ধযুক্ত কাদা ছিলো (৩৩)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

টীকা-৩০. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উম্মত, যাঁরা সমস্ত উম্মতের পরেই আসবে। অথবা ঐসব লোক, যারা আনুগত্য ও সৎকাজে অগ্রগামী হয়, আর যারা আলস্য করে পেছনে থেকে যায়। অথবা যারা মর্যাদা লাভের নিমিত্ত আগে বাড়ে, আর যারা কোন ওযর বশতঃ পেছনে থেকে যায়।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জমা'আত সহকারে নামাযের প্রথম কাতারের ফযীলত বর্ণনা করলে, সাহাবা কেরাম প্রথম কাতারে স্থান লাভ করার জন্য অত্যন্ত তৎপর হলেন এবং তাঁদের ভিড় হতে লাগলো আর যেসব হযরতের বাসস্থান মসজিদ শরীফ থেকে দূরে অবস্থিত ছিলো, তাঁরা দূরবর্তী বাসস্থান বিক্রি করে নিকটে ঘর ক্রয়ের জন্য প্রস্তুতি নিলেন যাতে প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া থেকে কখনো বঞ্চিত না হন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাঁদেরকে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, সাওয়াব 'নিয়ত' বা সংকল্পের উপরই নির্ভরশীল আর আল্লাহ্ তা'আলা অগ্রগামীদেরকেও জানেন, আর যাঁরা যুক্তিসঙ্গত কারণে পেছনে রয়ে গেছেন তাদেরকেও জানেন। তাঁদের 'নিয়ত' বা মনের ইচ্ছা ও সংকল্প সম্পর্কেও অবগত আছেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

টীকা-৩১. যে অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে।

টীকা-৩২. অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে শুষ্ক

টীকা-৩৩. আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন, তখন যমীন থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিলেন। তা পানিতে মিশিয়ে খমীর করলেন। যখন সেই কাদা মাটি কাল বর্ণের আকার ধারণ করলো এবং তাতে গন্ধের সৃষ্টি হলো, তখন তাতে মনুষ্য আকৃতি তৈরী করলেন। অতঃপর তা শুকিয়ে গেলো।

তারপর যখন সেটার ভিতরে বাতাস প্রবেশ করতো তখন তা বাজতো এবং সেটার মধ্যে আওয়াজ সৃষ্টি হতো। যখন সূর্যের তাপে তা একেবারে শুক্‌নো

ও পাকা পোক্ত হয়ে গেলো তখন সেটার মধ্যে রূহ ফুৎকার করলেন। আর তা 'মানুষ' হয়ে গেলো।

টীকা-৩৪. যা আপন তাপ ও সূক্ষ্মতার কারণে লোমকূপগুলোতে ঢুকে পড়ে।

টীকা-৩৫. এবং সেটাকে জীবন দান করি;

টীকা-৩৬. অভিভাদন ও সম্মানের

টীকা-৩৭. এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সাজদা করেনি; তখন আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-৩৮. আস্‌মান ও যমীনবাসীরা তোমার উপর লা'নত করবে। আর যখন ক্বিয়ামত-দিবস আসবে, তখন উক্ত লা'নতের সাথে চিরস্থায়ী শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে, যা থেকে কখনো মুক্তি পাবেনা। একথা শুনে শয়তান

টীকা-৩৯. অর্থাৎ রোজ ক্বিয়ামত পর্যন্ত। এ'তে শয়তানের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সে যেন কখনো মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। কেননা, ক্বিয়ামতের পর কেউ মরবেনা। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তো সে অবকাশ চেয়েই নিলো। কিন্তু তার এ প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে কবূল করলেন যে,

টীকা-৪০. যেদিন সমস্ত সৃষ্টিই মরে যাবে। আর তা হচ্ছে 'প্রথম ফুৎকার'। সুতরাং শয়তানের মৃত থাকার সময়সীমা হবে - 'প্রথম ফুৎকার' থেকে 'দ্বিতীয় ফুৎকার' পর্যন্ত – চল্লিশ বছর। আর তাকে এ পরিমাণ অবকাশ দেয়া তার সম্মানের জন্য নয়; বরং তার বিপদ, দুর্ভাগ্য ও শাস্তি-বৃদ্ধির জন্যই। এ কথা শুনে শয়তান

টীকা-৪১. অর্থাৎ পৃথিবীতে পাপাচারসমূহের প্রতি উৎসাহিত করবো

টীকা-৪২. অন্তরসমূহে প্ররোচনা সৃষ্টি করে

টীকা-৪৩. যাঁদেরকে তুমি তাওহীদ ও ইবাদতের জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছো, তাদের প্রতি শয়তানের প্ররোচনা এবং তার চক্রান্ত চলবেনা।

২৭. এবং জিন্ জাতিকে তাদের পূর্বে সৃষ্টি করেছি ধোঁয়া বিহীন আগুন থেকে (৩৪)।

২৮. এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদেরকে বললেন, 'আমি মানুষকে সৃষ্টিকারী ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে, যা দুর্গন্ধময় কালো কাদা থেকেই।

২৯. অতঃপর যখন আমি সেটাকে ঠিক করে নিই এবং সেটার মধ্যে আমার নিকট থেকে বিশেষ সম্মানিত রূহ ফুৎকার করে নিই (৩৫), 'তখন সেটার (৩৬) নিমিত্ত সাজদাবনত হয়ে পড়ো!'

৩০. তখন যত ফিরিশ্‌তা ছিলো সবই একত্রে সাজদাবনত হয়ে পড়লো,

৩১. ইব্‌লীস্ ব্যতীত; সে সাজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করলো (৩৭)।

৩২. এরশাদ করলেন, 'হে ইব্‌লীস্! তোমার কী হয়েছে যে, সাজদাকারীদের থেকে পৃথক রয়েছো?'

৩৩. বললো, 'আমার জন্য শোভ পায় না যে, মানুষকে সাজ্‌দা করবো, যাকে তুমি ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো যা কালো, গন্ধযুক্ত কাদা থেকেই ছিলো।'

৩৪. তিনি বললেন, 'তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত;

৩৫. এবং নিশ্চয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর লা'নত রইলো (৩৮)।'

৩৬. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবকাশ দাও ঐ-দিন পর্যন্ত, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে (৩৯)।'

৩৭. তিনি বললেন, 'তুমি তাদেরই অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে,

৩৮. সেই পরিজ্ঞাত সময়সীমার দিন পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে (৪০)।'

৩৯. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! এর শপথ যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছো; আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্ররোচিত করবো (৪১) এবং নিশ্চয় আমি তাদের সবাইকে (৪২) বিপথগামী করবো;

৪০. কিন্তু যাঁরা তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দা রয়েছো (৪৩)।'

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۝

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ۝

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۝

وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝

اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۝

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

টীকা-৪৪. ঈমানদার

টীকা-৪৫. অর্থাৎ যে কাফির তোমার অনুসারী ও অনুগত হয়ে যায় এবং তোমারই অনুসরণের সংকল্প করে নেয়।

টীকা-৪৬. ইবলীসেরও এবং তার অনুসারীদেরও;

টীকা-৪৭. অর্থাৎ সাতটা স্তর। ইবনে জুরায়জ্-এর অভিমত হচ্ছে যে, দোযখের সাতটা স্তর রয়েছেঃ ১) জাহান্নাম, ২) লাযা, ৩) হুতামাহ্, ৪) সা'ঈর, ৫) সাক্বার, ৬) জাহীম ও ৭) হাভিয়াহ্।

৪১. বললেন, 'এপথ সোজা আমার দিকে আসে।'

قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ ۝٤١

৪২. নিশ্চয়, আমার (৪৪) বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই ঐসব পথভ্রষ্ট লোক ব্যতীত, যারা তোমায় সঙ্গ দেয় (৪৫)।

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝٤٢

৪৩. এবং নিশ্চয় জাহান্নামই তাদের প্রতিশ্রুতি (৪৬);

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝٤٣

৪৪. সেটার সাতটা দরজা আছে (৪৭), প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটা অংশ বন্টিত রয়েছে (৪৮)।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝٤٤

রুকূ' – চার

৪৫. নিশ্চয় খোদাভীরুরা বাগান ও প্রস্রবণসমূহে থাকবে (৪৯)।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٤٥

৪৬. 'সেগুলোতে প্রবেশ করো শান্তি সহকারে নিরাপত্তার মধ্যে (৫০)!'

أُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ۝٤٦

৪৭. এবং আমি তাদের বক্ষসমূহের মধ্যে যা-কিছু (৫১) হিংসা-বিদ্বেষ ছিলো সবই টেনে বের করে নিয়েছি (৫২), পরস্পর ভাই-ভাই (৫৩), আসনসমূহের উপর মুখোমুখি হয়ে উপবিষ্ট;

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۝٤٧

৪৮. না তাদেরকে সেটার মধ্যে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে, না তাদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা হবে।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ۝٤٨

৪৯. খবর দিন (৫৪) আমার বান্দাদেরকে যে, নিশ্চয় আমিই হই ক্ষমাশীল, দয়ালু;

نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٤٩

৫০. এবং আমার শাস্তিই অতি বেদনাদায়ক শাস্তি।

وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ ۝٥٠

৫১. এবং তাদেরকে অবস্থাদির কথা শুনান ইব্রাহীমের অতিথিদের (৫৫)!

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ ۝٥١

৫২. যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হলো তখন বললো, 'সালাম' (৫৬)। বললো, 'আমরা তোমাদের দিক থেকে ভয় অনুভব করছি (৫৭)।'

إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝٥٢

وقف لازم

টীকা-৪৮. অর্থাৎ শয়তানের অনুসারীরাও সাত প্রকারে বিভক্ত। তাদের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটা করে স্তর নির্দ্ধারিত রয়েছে।

টীকা-৪৯. তাদেরকে বলা হবে যে,

টীকা-৫০. অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করো নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে; না এখান থেকে বহিষ্কৃত হবে, না মৃত্যু আসবে, না কোন বিপদ প্রকাশ পাবে, না কোন ভয়-ভীতি, না দুঃখ-দুর্দশা।

টীকা-৫১. পৃথিবীতে

টীকা-৫২. এবং তাদের অন্তরসমূহকে হিংসা-বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও শত্রুতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করে দিয়েছি, তারা

টীকা-৫৩. একে অপরের সাথে ভালবাসা রাখে এমন। হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "আমি আশা করি যে, আমি, ওসমান, তালহা ও যুবায়র তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমাদের অন্তরসমূহ থেকে হঠকারিতা ও শত্রুতা এবং হিংসা ও বিদ্বেষ বের করে নেয়া হয়েছে। আমরা পরস্পর খাঁটি ভালবাসা রাখি।" এ'তে রাফেযী (শিয়া সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ)-এর দাবীর খণ্ডন রয়েছে।

টীকা-৫৪. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৫৫. যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এজন্য প্রেরণ করেছিলেন যে, তাঁরা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে সন্তানের সুসংবাদ দেবেন এবং হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করবেন। সেই অতিথিরা ছিলেন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম কতিপয় ফিরিশ্‌তা সহকারে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তারা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে 'সালাম' করলেন এবং তাঁর প্রতি অভিভাদন ও সম্মান জানালেন। তখন হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে

টীকা-৫৭. এজন্য যে, তারা বিনা অনুমতিতে ও অসময়ে এসেছিলেন এবং খাদ্য আহার করেননি।

টীকা-৫৮. অর্থাৎঃ হযরত ইস্‌হাক্ব আলায়হিস্‌ সালাম-এর। এর উপর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম

قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা বললো, 'আপনি ভয় করবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি (৫৮)।'

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. বললো, 'তোমরা কি আমাকে এতদ্‌সত্ত্বেও সুসংবাদ দিচ্ছো যে, আমি বার্দ্ধক্যে পৌঁছে গেছি? এখন কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছো (৫৯)?'

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. বললো, 'আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিয়েছি (৬০), আপনি হতাশ হবেন না।'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. বললো, 'আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে কে হতাশ হয়? কিন্তু তারাই, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (৬১)।'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. বললো, 'অতঃপর তোমাদের কি কাজ রয়েছে, হে ফিরিশ্‌তারা (৬২)?'

قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা বললো, 'আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি (৬৩);'

اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. কিন্তু লূতের পরিবারবর্গ; তাদের সবাইকে আমরা রক্ষা করবো (৬৪);

اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَاۤ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে (নয়); আমরা স্থির করেছি যে, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভূক্ত (৬৫)।'

রুকূ' - পাঁচ

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ࣙالْمُرْسَلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. অতঃপর যখন লূতের ঘরে ফিরিশ্‌তারা আস্‌লো (৬৬);

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. বললো, 'তোমরা কিছুসংখ্যক অপরিচিত লোক হও (৬৭)।'

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. বললো, 'বরং আমরা তো আপনার নিকট সেটাই (৬৮) নিয়ে এসেছি, যে বিষয়ে এসব লোক সন্দিহান ছিলো (৬৯)।'

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং আমরা আপনার নিকট সত্য নির্দেশ নিয়ে এসেছি এবং আমরা নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٥﴾

৬৫. 'সুতরাং আপনি নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ে রাতের কিছু অংশ থাকতেই বের হয়ে যান এবং আপনি তাদের পেছনে চলুন, আর আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে না তাকায় (৭০) এবং যেখানে যাবার নির্দেশ রয়েছে সোজা সেখানে চলে যান (৭১)!'

টীকা-৫৯. অর্থাৎ এমনই বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়া আশ্চর্যজনক ও বিরল। সন্তান কিভাবে হবে? আমাদেরকে কি আবারও যৌবন দান করা হবে, না এমনই অবস্থায় পুত্র-সন্তান দান করা হবে? ফিরিশ্‌তাগণ

টীকা-৬০. আল্লাহর ফয়সালা এ মর্মে কার্যকর হলো যে, আপনার পুত্রসন্তান হবে এবং তাঁর বংশধরগণ খুব বিস্তৃত হবে।

টীকা-৬১. অর্থাৎ আমি তাঁর অনুগ্রহ থেকে হতাশ নই। কেননা, 'অনুগ্রহ' থেকে হতাশ হয় কাফিররাই। অবশ্য, তাঁর নির্ধারিত নিয়ম, যা পৃথিবীতে জারী আছে তার ভিত্তিতে একথা আশ্চর্যজনক মনে হলো। আর হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম ফিরিশ্‌তাদেরকে

টীকা-৬২. এ সুসংবাদ প্রদান ছাড়া আর কি কাজ আছে, যার নিমিত্ত তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে?

টীকা-৬৩. অর্থাৎ লূত-এর সম্প্রদায়ের প্রতি যে, আমরা তাদেরকে ধ্বংস করবো।

টীকা-৬৪. কেননা, তারা ঈমানদার;

টীকা-৬৫. আপন কুফরের কারণে।

টীকা-৬৬. সুশ্রী যুবকদের আকৃতিতে এবং হযরত লূত আলায়হিস্‌ সালাম আশংকাবোধ করলেন যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা এদের প্রতি উদ্যত হবে। সুতরাং তিনি ফিরিশ্‌তাদেরকে

টীকা-৬৭. "নাতো এখানকার বাসিন্দা হও, না কোন মুসাফিরের চিহ্ন তোমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেন এসেছো?" ফিরিশ্‌তাগণ

টীকা-৬৮. শাস্তি; যা অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে আপনি আপন সম্প্রদায়কে সতর্ক করতেন,

টীকা-৬৯. এবং আপনাকে অস্বীকার করতো।

টীকা-৭০. (এবং এটা না দেখে) যে, সম্প্রদায়ের উপর কী কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তারা কোন্‌ শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে!

টীকা-৭১. হযরত ইবনে আব্বাস্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, নির্দেশ ছিলো সিরিয়া চলে যাবার।

টীকা-৭২. এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হবে।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ 'সাদূম' শহরের বাসিন্দাগণ, হযরত লূত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের সম্প্রদায়ের লোকেরা, হযরত লূত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট সুশ্রী যুবকদের আগমনের সংবাদ শুনে কু-উদ্দেশ্যে ও অপবিত্র ইচ্ছা পোষণ করে

টীকা-৭৪. এবং অতিথির প্রতি যত্নবান হওয়া আবশ্যক। তোমরা তাদের অবমাননার সংকল্প করে

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝٦٦

৬৬. এবং আমি তাকে এই হুকুমের ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছি যে, ভোর হতেই সে-ই কাফিরদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে (৭২)।

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝٦٧

৬৭. এবং নগরবাসীরা (৭৩) উল্লাসিত হয়ে উপস্থিত হলো।

قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ۝٦٨

৬৮. লূত বললো, 'এরা আমার অতিথি (৭৪); তোমরা আমাকে লজ্জিত করোনা (৭৫)।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ۝٦٩

৬৯. এবং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমাকে অপমানিত করোনা (৭৬)।'

قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٠

৭০. বললো, 'আমরা কি তোমাকে নিষেধ করিনি যেন অন্যান্যদের মামলায় হস্তক্ষেপ না করো?'

قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝٧١

৭১. বললো, 'এই সম্প্রদায়ের নারীরা আমার কন্যা। যদি তোমাদের করতে হয় (৭৭)।'

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٧٢

৭২. হে মাহবূব! আপনার প্রাণের শপথ (৭৮), নিশ্চয় তারা আপন নেশায় উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۝٧٣

৭৩. অতঃপর দিবালোক আরম্ভ হতেই মহা-নাদ তাদেরকে পেয়ে বসলো (৭৯)।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٧٤

৭৪. অতঃপর আমি উক্ত বস্তির উপরের অংশ সেটার নীচের অংশ করে দিলাম (৮০) এবং তাদের উপর কঙ্কর-পাথর বর্ষণ করেছি।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝٧٥

৭৫. নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۝٧٦

৭৬. এবং নিশ্চয় সেই বস্তি ঐ পথের উপর রয়েছে যা এখনো চলমান (৮১)।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٧٧

৭৭. নিশ্চয়, এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۝٧٨

৭৮. এবং নিশ্চয় জঙ্গলবাসীরা অবশ্যই যালিম ছিলো (৮২)।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝٧٩

৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকে বদলা নিয়েছি (৮৩); এবং নিশ্চয় উভয় বস্তি (৮৪)

টীকা-৭৫. কারণ, অতিথির অবমাননা অতিথি-সেবকের জন্য অসম্মান ও লজ্জার কারণ হয়ে থাকে।

টীকা-৭৬. তাদের সাথে মন্দ ইচ্ছা পোষণ করে এতদ্ভিত্তিতে, সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত লূত আলায়হিস্ সালামকে

টীকা-৭৭. তবে তাদের সাথে বিবাহ্ করে নাও এবং হারাম থেকে বিরত হও। এখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করছেন-

টীকা-৭৮. এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন আত্মা আল্লাহ্র দরবারে আপনার পবিত্র আত্মার মতো সম্মান ও উন্নত মর্যাদা রাখেনা এবং আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবন ব্যতীত অন্য কারো জীবনের শপথ করেননি। এ মর্যাদা শুধু হুযূর (দঃ)-এরই রয়েছে। এখন এ শপথের পর এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৭৯. অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শব্দ

টীকা-৮০. এভাবে যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এ ভূ-খণ্ডকে উঠিয়ে আসমানের নিকটে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে উল্টিয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর নিক্ষেপ করলেন।

টীকা-৮১. এবং কাফেলাসমূহ সেটার উপর দিয়ে অতিক্রম করে, আর আল্লাহ্র গযবের চিহ্নসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

টীকা-৮২. অর্থাৎ কাফির ছিলো। 'আয়কাহ্' বলে বন-জঙ্গলকে। ঐসব লোকের শহর সবুজ জঙ্গলসমূহ ও তৃণভূমির মাঝখানে অবস্থিত ছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম-কে তাদের প্রতি রসূল করে প্রেরণ করেছেন আর ঐসব লোক অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে এবং হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-৮৩. অর্থাৎ শাস্তি প্রেরণ করে ধ্বংস করেছি;

টীকা-৮৪. অর্থাৎ লূত-সম্প্রদায়ের শহর ও জঙ্গলবাসীদের।

প্রকাশ্য রাস্তার পাশে অবস্থিত (৮৫)।

রুকূ' - ছয়

৮০. এবং নিশ্চয় হিজরবাসীরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিলো (৮৬);

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. এবং আমি তাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি (৮৭); অতঃপর তারা সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে (৮৮)।

وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. এবং তারা পাহাড়সমূহ কেটে ঘর নির্মাণ করতো নিরাপদ বাসের জন্য (৮৯)।

وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতঃপর তাদেরকে ভোর হতেই মহানাদ পেয়ে বসলো (৯০);

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪. সুতরাং তাদের উপার্জন কিছুই তাদের উপকারে আসেনি (৯১)।

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৫. এবং আমি আস্মান ও যমীন এবং যা কিছু এগুলোর মধ্যে রয়েছে, অযথা সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয় ক্বিয়ামত আগমনকারী (৯২); সুতরাং (হে হাবীব!) আপনি উত্তমরূপে ক্ষমা করুন (৯৩)।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ﴿٨٥﴾

৮৬. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই প্রচুর সৃষ্টিকারী, জ্ঞানী (৯৪)।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨٦﴾

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি আপনাকে সপ্ত-আয়াত প্রদান করেছি, যেগুলো পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় (৯৫) এবং শ্রেষ্টত্বসম্পন্ন ক্বোরআন।

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ ﴿٨٧﴾

৮৮. আপন চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করে ঐ বস্তুর প্রতি তাকাবেন না, যা আমি তাদের কিছু সংখ্যক যুগলকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছি (৯৬) এবং তাদের জন্য দুঃখিত হবেন না (৯৭); এবং মুসলমানদেরকে আপন দয়ার ডানায় অন্তর্ভুক্ত

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾

টীকা-৮৫. যেখানে মানুষ বিচরণ করে এবং দেখে। সুতরাং হে মক্কাবাসীরা! এটা দেখে তোমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করছোনা?

টীকা-৮৬. 'হিজর' হচ্ছে একটা উপত্যকা। এটা মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এতে সামূদ-সম্প্রদায় বসবাস করতো। তারা তাদের পয়গাম্বর হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করেছিলো। আর একজন নবীকে অস্বীকার করা সমস্ত নবী (আঃ)-কে অস্বীকার করার শামিল। কেননা, প্রত্যেক রসূলই সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেন।

টীকা-৮৭. যেমন- প্রস্তরখণ্ডের ভিতর থেকে উষ্ট্রী সৃষ্টি করেছিলাম, যা বহু আশ্চর্যজনক নিদর্শন বহন করতো। যেমন- সেটা বিরাটকায় হওয়া, সৃষ্ট হওয়া মাত্রই বাচ্চা প্রসব করা, অতিমাত্রায় দুধ দেয়া, যা সমগ্র সামূদ-সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিলো ইত্যাদি। এসবই হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মু'জিযা এবং সামূদ-সম্প্রদায়ের জন্য আমার নিদর্শনাদিই ছিলো।

টীকা-৮৮. এবং ঈমান আনেনি।

টীকা-৮৯. যে, তাদের মনে সেটা ভেঙ্গে পড়ার ও সেটাতে সুড়ঙ্গ হবার আশংকা ছিলোনা এবং তারা মনে করতো যে, এ ঘরগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারেনা, তাদের উপর কোন বিপদও আসতে পারেনা।

টীকা-৯০. এবং তারা শাস্তিতে আক্রান্ত হয়;

টীকা-৯১. এবং তাদের সম্পদ ও সামগ্রী এবং তাদের মজবুত গৃহাদি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

টীকা-৯২. এবং প্রত্যেকেই তার কর্মফল লাভ করবে।

টীকা-৯৩. হে মোস্তফা, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! এবং আপন সম্প্রদায়ের নির্যাতনসমূহ সহ্য করুন!' এ নির্দেশ 'জিহাদ'-এর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

টীকা-৯৪. তিনিই সবাইকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি আপন সৃষ্টির সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ নামাযের রাক্'আতসমূহে; অর্থাৎ প্রত্যেক রাক্'আতে পাঠ করা হয় এবং ঐ 'সাত আয়াত' দ্বারা 'সূরা ফাতিহা' বুঝানো হয়েছে; যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৯৬. অর্থ এ যে, 'হে নবীকুল সরদার, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে এমন অনুগ্রহ প্রদান করেছি, যেগুলোর সম্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ তুচ্ছই। সুতরাং আপনি সেসব পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী থেকে উর্ধ্বে থাকুন, যেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখ বিভিন্ন শ্রেণীর কাফিরদেরকে দেয়া হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে - বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি ক্বোরআনের বদৌলতে প্রত্যেক বস্তু থেকে বেপরোয়া না হয়ে যায়।" অর্থাৎ- ক্বোরআন এমন অনুগ্রহ, যার সম্মুখে পার্থিব নি'মাতসমূহ একেবারে তুচ্ছ।

টীকা-৯৭. (এজন্য) যে, তারা ঈমান আনে নি।

টীকা-৯৮. এবং তাদেরকে আপন বদান্যতা দ্বারা ধন্য করুন!

টীকা-৯৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 'বিভক্তকারীগণ' দ্বারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে; যেহেতু তারা ক্বোরআন করীমের কিছু অংশের উপর ঈমান আনে, যেটুকু তাদের ধারণায়, তাদের কিতাবের অনুরূপ ছিলো, আর কিছু অংশের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। ক্বাতাদাহ্ ও ইব্নে সা-ইব্-এর অভিমত হচ্ছে - 'বিভক্তকারীগণ' দ্বারা ক্বোরাঈশ বংশীয় কাফিরদের কথা বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ক্বোরআনকে 'যাদু', কিছু সংখ্যক লোক 'জ্যোতিঃশাস্ত্র', আর কিছু সংখ্যক লোক 'গল্প-কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করতো। অনুরূপভাবে, তারা ক্বোরআন করীম সম্বন্ধে তাদের অভিমতসমূহকে বিভক্ত করে রেখেছিলো।

এক অভিমত এই যে, 'বিভক্তকারীদের' দ্বারা ঐ বারজন লোককে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে কাফিররা মক্কা মুকার্‌রমার পথে নিয়োগ করেছিলো। হজ্জের সময় প্রত্যেক রাস্তার উপর তাদের মধ্য থেকে এক একজন লোক বসে যেতো এবং তারা আগমনকারীদেরকে বিভ্রান্ত করার এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধী করে তোলার জন্য এক একটা কথা নির্ধারণ করে নিতো। কেউ আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে বলতো, "তাঁর কথা বিশ্বাস করোনা, কারণ তিনি যাদুকর।" কেউ কেউ বলতো, "তিনি মিথ্যুক।" কেউ বলতো, "তিনি উন্মাদ।" কেউ বলতো, "তিনি জ্যোতিষী"। কেউ বল্‌তো, "তিনি কবি"। একথা শুনে লোকেরা যখন কা'বা ঘরের দরজায় আস্‌তো, সেখানে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ উপবিষ্ট থাকতো এবং তারা তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞাসা করতো এবং বলতো, "আমরা মক্কা মুকার্‌রামাহ্য় আসার পথে শহরের পার্শ্বে তাঁর সম্পর্কে এমন শুনেছি।" তখন সে বলে দিতো, "ঠিক শুনেছো।" এভাবে তারা সৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতো। ঐসব লোককে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন।

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

ٱلَّذِينَ جَعَلُوا۟ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

عَمَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

إِنَّا كَفَيْنَٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾

করে নিন (৯৮)।

৮৯. এবং বলুন! 'আমিই হই সুস্পষ্ট সতর্ককারী (ঐ শাস্তি সম্পর্কে)।'

৯০. যেভাবে আমি বিভক্তকারীদের উপর অবতীর্ণ করেছি;

৯১. যারা আল্লাহ্‌র কালামকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে (৯৯)।

৯২. সুতরাং আপনার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সকলকেই প্রশ্ন করবো (১০০)

৯৩. সে সম্পর্কেই, যা কিছু তারা করতো (১০১)।

৯৪. অতএব, প্রকাশ্যভাবে বলে দিন যে কথার আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (১০২) এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১০৩)।

৯৫. নিশ্চয় সেই বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমি আপনার জন্য যথেষ্ট (১০৪);

টীকা-১০০. রোজ ক্বিয়ামতে।

টীকা-১০১. এবং যা কিছু তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ক্বোরআন সম্পর্কে বলতো

টীকা-১০২. এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রিসালতের প্রচারণা ও ইস্‌লামের দাওয়াতকে প্রকাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ ইবনে ওবায়দের অভিমত হচ্ছে যে, এ আয়াত অবতরণের সময় পর্যন্ত ইস্‌লামের দাওয়াত প্রকাশ্যভাবে দেয়া হতো না।

টীকা-১০৩. অর্থাৎ আপন দ্বীনকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুশরিকদের সমালোচনার পরোয়া করবেন না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না এবং তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য দুঃখ করবেন না।

টীকা-১০৪. ক্বোরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের পাঁচজন সরদার - 'আস-ইবনে ওয়াইল সাহ্‌মী, আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আস্‌ওয়াদ ইবনে আবদে য়াগুস এবং হারিস ইব্নে ক্বায়স আর তাদের সবার নেতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ মাখ্‌যূমী– এসব লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর বহু ধরণের নির্যাতন করতো এবং তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করতো। আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করেছিলেন, "হে প্রতিপালক! একে অন্ধ করে দাও!"

একদিন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মস্‌জিদে হারামে তাশরীফ রাখছিলেন। উক্ত পাঁচজন নেতা সেখানে আসলো এবং তারা তাদের নিয়ম মোতাবেক তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ মূলক উক্তি করতে লাগলো এবং তাওয়াফে মশগুল হয়ে গেলো।

এমতাবস্থায়, হযরত জিব্রাঈল আমীন (আলায়হিস্ সালাম) হযরত (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে পৌঁছলেন এবং তিনি ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্‌র পায়ের গোছার দিকে, 'আসের পায়ের তালুর দিকে, আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের চক্ষুদ্বয়ের দিকে, আস্‌ওয়াদ ইবনে আব্‌দে য়াগুসের পেটের দিকে এবং হারেস্ ইবনে ক্বায়সের মাথার দিকে ইঙ্গিত করলেন আর বললেন, "আমি তাদের অনিষ্টের প্রতিরোধ করবো!" সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলো। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা তীর বিক্রেতার দোকানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলো। তার লুঙ্গীতে একটা তীরের ফলা গিয়ে লাগলো। কিন্তু সে

الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য স্থির করে; সুতরাং শীঘ্রই তারা জেনে যাবে (১০৫)।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৭. এবং নিশ্চয় আমার জানা আছে যে, তাদের কথায় আপনার অন্তর সংকুচিত হয় (১০৬);

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٨﴾

৯৮. সুতরাং আপনি আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন (১০৭)!

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ﴿٩٩﴾

৯৯. এবং মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপন প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে থাকুন! ★

সূরা নাহ্‌ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাহ্‌ল মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-১২৮ রুকূ'-১৬

রুকূ' – এক

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١﴾

১. এখন আসছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ, সুতরাং সেটা ত্বরান্বিত করতে চাইবেনা (২); পবিত্রতা তাঁরই এবং তিনি ঊর্ধ্বে ঐসব শরীক থেকে (৩)।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٢﴾

২. ফিরিশ্‌তাদেরকে ঈমানের প্রাণ অর্থাৎ ওহী নিয়ে স্বীয় যেসব বান্দার উপর চান অবতারণ করেন (৪)। সতর্কবাণী শুনাও যে, আমি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং আমাকে ভয় করো (৫)।

মানযিল – ৩

অহংকার বশতঃ তা বের করার জন্য মাথা ঝুঁকালোনা। এতে তার পায়ের গোছায় আঘাত লাগলো। আর সেটার বিষক্রিয়ায় সে মারা গেলো। 'আস ইবনে ওয়াইলের পায়ে কাঁটা বিধলো এবং তা নজরে আস্‌লোনা। ফলে, তার পা ফুলে গেলো। এর কারণে সেও মরে গেলো। আস্‌ওয়াদ ইবনে মুত্তালিবের চক্ষুদ্বয়ে এমনই ব্যাথা হলো যে, যন্ত্রণায় দেওয়ালে মাথা ঠুকছিলো। আর এমতাবস্থায় মরে গেলো। আর একথা বলতে বলতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, "আমাকে মুহাম্মদ হত্যা করেছে।" (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।) আর আস্‌ওয়াদ ইবনে আব্‌দে য়াগূসের 'অতি পিপাসার রোগ' হয়েছিলো। কাল্‌বীর বর্ণনায় আছে যে, তার গায়ে 'লূ' (হাওয়া) স্পর্শ করেছিলো। ফলে, তার মুখমণ্ডল এতই কালো হয়ে গিয়েছিলো যে, তার পরিবার-পরিজনেরাও তাকে চিন্‌তে পারেনি এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দিলো। এমতাবস্থায় একথা বলে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, "আমাকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিপালক হত্যা করেছে।" আর হা'রিস ইবনে ক্বায়সের নাক থেকে রক্ত ও পুঁজ নির্গত হতে লাগলো। এতেই তার মৃত্যু ঘটলো। তাদেরই সম্পর্কে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-১০৫. আপন পরিণাম সম্পর্কে।

টীকা-১০৬. এবং তাদের তিরস্কার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং শির্ক ও কুফরের উক্তিগুলো আপনাকে দুঃখ দিতো;

টীকা-১০৭. যে, খোদার ইবাদতকারীদের জন্য তাস্‌বীহ্‌ ও ইবাদতে মশগুল থাকা 'দুঃখের উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা'। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন তিনি নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন। ★

****

টীকা-১. সূরা নাহ্‌ল মক্কী। কিন্তু আয়াত- فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ থেকে সূরার শেষাংশ পর্যন্ত যেসব আয়াত রয়েছে সেগুলো মদীনা তৈয়্যবায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে। এ সূরায় ১৬টি রুকূ'; ১২৮টি আয়াত, ২৮৪০টি পদ এবং ৭৭০৭টি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ যখন কাফিররা প্রতিশ্রুত শাস্তির অবতরণ ও ক্বিয়ামত কায়েম হওয়ার কামনায়, অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ বশতঃ, ত্বরা করেছিলো, তখন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, যার জন্য তোমরা ত্বরা করছো তা মোটেই দূরে নয়, অত্যন্ত নিকটে এবং আপন নির্ধারিত সময়ে নিশ্চিতভাবে সংঘটিত হবে। আর যখনই তা সংঘটিত হবে তখন তোমরা তা থেকে মুক্তি পাবার কোন পথই খুঁজে পাবেনা। আর ঐসব বোত, যেগুলোর তোমরা পূজা করছো, সেগুলো তোমাদের কোন কাজে আসবেনা।

টীকা-৩. তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-৪. এবং তাঁদেরকে নবূয়ত ও রিসালত সহকারে নির্বাচিত করেন।

টীকা-৫. এবং আমারই ইবাদত করো এবং আমি ব্যতীত অন্য কারো পূজা করোনা। কেননা, আমি হলাম তিনিই যে,

★ 'সূরা হিজর' সমাপ্ত।

টীকা-৬. যেগুলোর মধ্যে তাঁর তাওহীদের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

টীকা-৭. অর্থাৎ বীর্য থেকে, যার মধ্যে না আছে কোন অনুভূতি, না আছে কোন স্পন্দন। অতঃপর আমি সেটাকে আমারই পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা মানুষের 'রূপ' দিয়েছি; শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছি।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত উবাই ইবনে খালাফের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে মৃত্যুর পরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করতো। একদা সে কোন এক মৃতের গলিত হাড় ওঠিয়ে নিয়ে আস্‌লো এবং বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে লাগলো, "আপনার কি এই ধারণা যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ হাড়টাকে জীবিত করবেন?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং অতি উত্তম জবাবই দেয়া হয়েছে যে, 'হাড়তো কিছু না কিছু আঙ্গিক আকার ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তো বীর্যের একটা ক্ষুদ্র অনুভূতি ও স্পন্দন-শূন্য ফোঁটা থেকে তোমার মতো ঝগড়াটে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এটা দেখেও তুমি তাঁর কুদরতের উপর ঈমান আন্‌ছো না!'

৩. তিনি আস্‌মান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন (৬); তিনি তাদের শির্কের বহু উর্ধ্বে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۳

৪. (তিনি) মানুষকে এক ফোঁটা শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন (৭); সুতরাং তখনই সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝۴

৫. এবং তিনি চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য পরম পোশাক ও বহু উপকার রয়েছে (৮) এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করছো।

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝۵

৬. এবং সেগুলোর মধ্যে তোমাদের শোভা রয়েছে যখন সেগুলোকে সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আনো এবং যখন চরার জন্য ছেড়ে দাও।

وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝۶

৭. এবং সেগুলো তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন সব শহরের দিকে, যেখানে তোমরা পৌঁছতে পারোনা, কিন্তু আধমরা হয়ে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু (৯)।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۷

৮. এবং ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা; যাতে সেগুলোর উপর তোমরা আরোহণ করো এবং তোমাদের শোভার জন্য। এবং তিনি তা সৃষ্টি করবেন (১০) যে সম্পর্কে তোমরা অবগত নও (১১)।

وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸

৯. এবং মধ্যবর্তী পথ (১২) ঠিক আল্লাহ্ পর্যন্ত এবং কোন কোন পথ রয়েছে বক্র (১৩)। এবং তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সরল পথে নিয়ে আসতেন (১৪)।

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۹

রুকূ' - দুই

১০. তিনিই হন, যিনি আস্‌মান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তাতে রয়েছে তোমাদের পানীয় এবং তা থেকেই রয়েছে বৃক্ষ, যা থেকে তোমরা চরিয়ে থাকো (১৫)।

هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝۱۰

টীকা-৮. যে, সেগুলোর বংশধর থেকে সম্পদ বাড়াচ্ছো, সেগুলোর দুধ পান করছো এবং সেগুলোর পিঠে আরোহণ করছো।

টীকা-৯. যে, তিনি তোমাদের উপকার ও আরামের জন্য এসব বস্তু সৃষ্টি করেন।

টীকা-১০. এমন আশ্চর্যজনক ও বিরল বস্তুসমূহ;

টীকা-১১. এর মধ্যে ঐসব বস্তুও এসে গেছে, যেগুলো মানুষের উপকার, সুখ, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে আসে এবং তখনো পর্যন্ত মওজুদ হয়নি; কিন্তু আল্লাহ্‌র, ভবিষ্যতে সেগুলো সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিলো। যেমন- বাষ্পচালিত জাহাজ,রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজ, বিদ্যুৎ শক্তি দ্বারা চালিত যন্ত্রপাতি, বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক মেশিনসমূহ, টেলিফোন, টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংবাদ পৌঁছানোর যন্ত্রাদি ও শব্দ প্রচারণার সামগ্রী এবং আল্লাহ্ জানেন এতদ্‌ব্যতীত আরো কত কিছু সৃষ্টি করা তাঁর উদ্দেশ্য রয়েছে।

টীকা-১২. অর্থাৎ 'সিরাত-আল-মুস্তাক্বীম' বা 'সরল পথ' ও দ্বীন-ই-ইস্‌লাম'। কেননা, দু'স্থানের মধ্যখানে যতই পথ আবিষ্কার করা হয় তন্মধ্যে যে পথটা মধ্যবর্তী হবে তাই সোজা-সরল হবে।

টীকা-১৩. যে পথের পথিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেনা। কুফরের সমস্ত পথই এরূপ।

টীকা-১৪. সঠিক পথে।

টীকা-১৫. আপন আপন পশুগুলোকে। এবং আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-১৬. বিভিন্ন ধরণের আকৃতি, রং, স্বাদ ও গন্ধের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেসবই একই পানি দ্বারা সৃষ্টি হয় আর প্রত্যেকটার গুণাবলী পরস্পর পৃথক। এসবই আল্লাহর নি'মাত।

টীকা-১৭. তাঁর কুদ্রত, হিকমত এবং একত্বের;

টীকা-১৮. যে ব্যক্তি এসব বস্তুর মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে বুঝবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীন কর্তা এবং উর্ধ্ব ও অধঃজগতসমূহের সবকিছু তাঁর ক্ষমতাধীন ও ইচ্ছাধীন।

টীকা-১৯. চাই পশুসমূহের শ্রেণী থেকে হোক কিংবা বৃক্ষসমূহ ও ফলমূল থেকে হোক।

টীকা-২০. ফলে, সেটার মধ্যে নৌযানগুলোর উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছো অথবা ডুব দিয়ে সেটার নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছো কিংবা তা থেকে শিকার করছো,

টীকা-২১. অর্থাৎ মৎস্য

টীকা-২২. অর্থাৎ মণি-মুক্তা ও প্রবাল-পাথর।

টীকা-২৩. ভারী পর্বতসমূহের,

টীকা-২৪. আপন উদ্দেশ্যাদির দিকে।

টীকা-২৫. সৃষ্টি করেন; যেগুলো দ্বারা তোমরা পথের সন্ধান পাও!

টীকা-২৬. স্থলে ও জলে এবং তা দ্বারা তারা পথ ও ক্বিবলার পরিচয় পায়।

টীকা-২৭. এ সব বস্তুকে আপন ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা।

টীকা-২৮. কোন কিছুই; এবং অক্ষম ও ক্ষমতাশূন্য হয়, যেমন মূর্তি। সুতরাং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কি কখনো শোভা পায় যে, এমন স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদত পরিহার করে অক্ষম ও ইখ্তিয়ারহীন মূর্তিগুলোর পূজা করবে, কিংবা সেগুলোকে ইবাদতের মধ্যে তাঁর শরীক দাঁড় করাবে?

টীকা-২৯. সেগুলোর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরের কথা;

টীকা-৩০. যে, তোমরা যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আপন নি'মাতসমূহ থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করেন না।

টীকা-৩১. তোমাদের সমস্ত কথাবার্তা ও কার্যাবলী,

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۱﴾

১১. ঐ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য জন্মান এবং যায়তুন, খেজুর ও আংগুর এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল (১৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (১৭) চিন্তাশীলদের জন্য।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. এবং তিনি তোমাদের জন্য অনুগত করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে, তাঁরই নির্দেশাধীন রয়েছে। নিশ্চয় এ আয়াতের মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (১৮);

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং তিনি যা তোমাদের জন্য যমীনে সৃষ্টি করেছেন রং-বেরং-এর (১৯)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে স্মরণকারীদের জন্য।

وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং তিনিই হন, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অধীন করেছেন (২০), যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাংস আহার করো (২১), এবং তা থেকে গয়না আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো (২২); এবং তুমি তাতে দেখতে পাও নৌযানগুলোকে যে, পানির বুক চিরে চলাচল করে, এবং এজন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

وَاَلْقٰى فِی الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۵﴾

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে নোঙ্গর স্থাপন করেছেন (২৩), যাতে কখনো তোমাদের নিয়ে কম্পিত না হয় এবং নদীসমূহ ও পথ, যাতে তোমরা রাস্তা পাও (২৪);

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. এবং চিহ্নসমূহও (২৫)। আর নক্ষত্রসমূহের সাহায্যেও তারা পথ পায় (২৬)।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. তবে কি যিনি সৃষ্টি করেছেন (২৭), তিনি তারই মতো হয়ে যাবেন, যে সৃষ্টি করেনা (২৮)? তবে কি তোমরা উপদেশ মানবেনা?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۸﴾

১৮. এবং যদি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহ গণনা করো, তবে সেগুলোর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা (২৯); নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু (৩০)।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. এবং আল্লাহ্ জানেন (৩১) যা তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো।

টীকা-৩২. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে,

টীকা-৩৩. সৃষ্টি করবেই বা কি? যেহেতু

টীকা-৩৪. এবং আপন অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে স্রষ্টার প্রতি মুখাপেক্ষী এবং সেগুলো

টীকা-৩৫. নির্জীব

টীকা-৩৬. সুতরাং এমনই অক্ষম, নিষ্প্রাণ ও জ্ঞানহীন কীভাবে মা'বূদ (উপাস্য) হতে পারে? এসব অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে,

২০. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যেগুলোর পূজা করে (৩২) সেগুলো কিছুই সৃষ্টি করেনা এবং (৩৩) সেগুলো নিজেরাই সৃষ্ট (৩৪)।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২১. নিষ্প্রাণ (৩৫), জীবিত নয় এবং তাদের খবর নেই লোকদেরকে কবে উঠানো হবে (৩৬)।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

রুকূ' – তিন

২২. তোমাদের মা'বূদ একই মা'বুদ (৩৭); সুতরাং ঐসব লোক, যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনেনা, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী (৩৮) এবং তারা হচ্ছে অহংকারী (৩৯)।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. বাস্তবক্ষেত্রে আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে; নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং যখন তাদেরকে বলা হবে (৪০), 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতারণ করেছেন (৪১)?' তারা বলবে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা (৪২)।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. যে, রোজ-ক্বিয়ামতে নিজেদের (৪৩) বোঝা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে এবং কিছু বোঝা তাদেরও, যাদেরকে নিজ অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। শুনে নাও! 'তারা কতই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করে!'

لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ﴿٢٥﴾

রুকূ' – চার

২৬. নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরা (৪৪) প্রতারণা করেছিলো; তখন আল্লাহ্ তাদের দেয়ালগুলোকে ভিত্তি থেকে (অপসারণ করে) নিলেন, তখন উপর থেকে তাদের উপর ছাদ ধ্বসে পড়লো এবং শাস্তি তাদের উপর সেখান থেকেই আসলো যেখানকার তাদের খবরই ছিলোনা (৪৫)।

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা-৩৭. মহামহিম আল্লাহ্, যিনি আপন সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর কোন শরীক ও সমকক্ষ হওয়া থেকে পবিত্র;

টীকা-৩৮. একত্বের

টীকা-৩৯. যে, সত্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সেটার অনুসরণ করেনা।

টীকা-৪০. এসব লোক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে,

টীকা-৪১. মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর? তখন

টীকা-৪২. অর্থাৎ মিথ্যা গল্প-কাহিনীসমূহ; মান্য করার মতো কিছুই নয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অনেক গল্প-কাহিনী মুখস্থ করে নিয়েছিলো। তাকে যখন কেউ ক্বোরআন করীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তখন 'ক্বোরআন শরীফ এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব এবং সত্য ও পথ নির্দেশনায় ভরপুর' –একথা জানা সত্ত্বেও সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বলতো, "সেটাতো পূর্ববর্তী লোকদের গল্প-কাহিনী মাত্র। এমন বহু গল্প-কাহিনী আমারও জানা আছে।" আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, "মানুষকে এভাবে পথভ্রষ্ট করার পরিণতি এই

টীকা-৪৩. পাপরাশির, পথ-ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্ত করার

টীকা-৪৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের নবীগণের সাথে

টীকা-৪৫. এটা একটা উপমা। তা হচ্ছে - পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাদের রসূলগণের সাথে প্রতারণা করার জন্য কিছু পরিকল্পনাগ্রহণ করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদেরই পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ধ্বংস করেছিলেন। সুতরাং তাদের অবস্থা এমনই হলো, যেমন কোন সম্প্রদায় কোন সুউচ্চ ইমারত তৈরী করলো। অতঃপর সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো এবং তারা ধ্বংস হয়ে গেলো। তেমনিভাবে, কাফিররা আপন প্রতারণাগুলোর কারণে নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

তাফসীরকারকগণ একথাও উল্লেখ করেন যে, এ আয়াতের মধ্যে 'পূর্ববর্তী প্রতারণাকারীগণ' দ্বারা 'কিন্'আন-পুত্র নমরূদ'কেই বুঝানো হয়েছে, যে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের যুগে পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বাপেক্ষা বড় বাদশাহ্ ছিলো। সে বাবেল শহরে খুব উঁচু একটা ইমারত নির্মাণ করেছিলো, যার উচ্চতা পাঁচ হাজার গজ ছিলো এবং তার চক্রান্ত এই ছিলো যে, সে এই উচ্চ ইমারত, আপন ধারণা, আসমানের উপর পৌঁছার ও আসমানবাসীদের সাথে যুদ্ধ

করার জন্য নির্মাণ করেছিলো।

আল্লাহ্ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করলেন এবং সেই ইমারত তাদের উপর ধ্বসে পড়লো আর ঐসব লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

টীকা-৪৬. যেগুলো তোমরা গড়ে নিয়েছিলে এবং

টীকা-৪৭. মুসলমানদের সাথে;

টীকা-৪৮. অর্থাৎ সেই উম্মতগুলোর নবীগণ ও আলিমগণ, যাঁরা তাদেরকে পৃথিবীতে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং উপদেশ দিতেন। আর এসব লোক তাঁদের কথা অমান্য করতো।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ শাস্তি।

টীকা-৫০. অর্থাৎ কুফরের মধ্যে লিপ্ত ছিলো।

টীকা-৫১. এবং মৃত্যুর সময় তাদের কুফর করার কথা অস্বীকার করবে এবং বলবে

২৭. অতঃপর রোজ ক্বিয়ামতে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় আমার ঐসমস্ত শরীক (৪৬) যাদের সম্বন্ধে তোমরা বাক-বিতণ্ডা করতে (৪৭)?' জ্ঞান-সম্পন্নরা (৪৮) বলবে, 'আজ সমস্ত লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল (৪৯) কাফিরদের উপরই;'

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۷﴾

২৮. ঐসব লোক, যাদের প্রাণ ফিরিশ্তাগণ বের করে নেয় এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেদেরই অমঙ্গল করতো (৫০), এখন তারা আত্মসমর্পণ করবে (৫১) যে, 'আমরাতো কোন মন্দ কর্ম করতামনা (৫২)।' হাঁ, কেন নয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত সে সম্পর্কেই, যা তোমাদের কৃতকর্ম ছিলো (৫৩)।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۪ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۭ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. এখন জাহান্নামের দ্বারগুলোতে প্রবেশ করো, সেখানে সর্বদা থাকো। সুতরাং কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা অহংকারীদের!

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿۲۹﴾

৩০. এবং খোদাভীরুদেরকে (৫৪) বলা হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করেছেন?' বললো, 'মহাকল্যাণ' (৫৫)। যারা এ পৃথিবীতে সৎকর্ম করেছে (৫৬),

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۭ قَالُوْا خَيْرًا ۭ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

টীকা-৫২. এর জবাবে ফিরিশ্তাগণ বলবেন,

টীকা-৫৩. সুতরাং এ অস্বীকার করা তোমাদের জন্য উপকারী নয়।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ ঈমানদারগণকে।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ, যা সমস্ত সৌন্দর্যের ধারক এবং পূণ্য ও বরকতসমূহের প্রস্রবণ আর দ্বীনী ও দুনিয়াবী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পূর্ণতাসমূহের উৎস।

শানে নুযূলঃ আরবীয় গোত্রগুলো হজ্জের দিনগুলোতে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবস্থাদির অনুসন্ধানের জন্য মক্কা মুকার্‌রামায় দূত প্রেরণ করতো। ঐ দূত যখন মক্কা মুকার্‌রামায় পৌঁছতো এবং শহরের পাশে রাস্তাগুলোর উপর কাফিরদের পক্ষ থেকে নিয়োজিত লোকদের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটতো (যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে), তখন এ প্রতিনিধিরা তাদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করতো। তখন ঐসব লোক বিভ্রান্ত করার কাজেই নিয়োজিত থাকতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হযরতকে 'যাদুকর' বলতো, কেউ কেউ বলতো 'জ্যোতিষী', কেউ কেউ 'কবি', কেউ কেউ 'মিথ্যুক' এবং কেউ কেউ 'উন্মাদ' বলতো। তদসঙ্গে একথাও বলতো, "তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করোনা। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।"

জবাবে দূতগুলো বলতো, "যদি আমরা মক্কা মুকার্‌রমায় পৌঁছে তাঁর সাথে সাক্ষাত না করে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাই, তবে আমরা অনুপযুক্ত দূত হয়ে যাবো। এমন করলে দূতের স্বীয় পদের দায়িত্ব পরিহার করা এবং সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমাদেরকে অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য- তাঁর আপন ও পর সবার নিকট থেকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং যা কিছু আমরা জান্‌তে পারবো সবকিছু সম্পর্কে কোন প্রকার কমবেশী করা ছাড়াই সম্প্রদায়ের লোকজনদের অবহিত করা।"

এ ধারণায় এসব লোক মক্কা মুকার্‌রমায় প্রবেশ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথেও সাক্ষাৎ করতো এবং তাঁদের নিকট থেকেও তাঁর (দঃ) অবস্থাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতো। সাহাবা কেরাম তাদেরকে সমস্ত অবস্থা বলতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাদি, পূর্ণতাসমূহ এবং ক্বোরআন করীমের বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতেন। তাঁদের উল্লেখ এ আয়াত শরীফে করা হয়েছে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।

حَسَنَةٌ ۭ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۭ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۝۳۰

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۗءُوْنَ ۭ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۝۳۱

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝۳۲

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝۳۳

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝۳۴

তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে (৫৭) এবং নিশ্চয় পরকালীন আবাস সর্বাধিক উত্তম। এবং নিশ্চয় (৫৮) কতই উৎকৃষ্ট আবাস পরহেয্‌গারদের!

৩১. বসবাস করার বাগান, যেগুলোতে তারা প্রবেশ করবে; সেগুলোর পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান; সেখানে তারা পাবে যা চাইবে (৫৯)। আল্লাহ্ এমনই পুরস্কার দেন পরহেয্‌গারদেরকে;

৩২. ঐসব লোক, যাদের প্রাণ বের করে ফিরিশ্‌তাগণ পবিত্র থাকা অবস্থায় (৬০), একথা বলতে বলতে যে, 'শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর (৬১), জান্নাতে প্রবেশ করো আপন কৃতকর্মের প্রতিদান হিসেবে!'

৩৩. তারা কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে (৬২)? কিন্তু এরই যে, ফিরিশ্‌তাগণ তাদের নিকট আসবে (৬৩), অথবা আপনার প্রতিপালকের শাস্তি আসবে (৬৪)। তাদের পূর্ববর্তীরা এরূপই করেছে (৬৫)। এবং আল্লাহ্ তাদের উপর কোন যুলুম করেননি। হাঁ, তারা নিজেরাই (৬৬) নিজেদের আত্মাগুলো উপর যুলুম করতো।

৩৪. সুতরাং তাদের মন্দ উপার্জনগুলো তাদেরই উপর আপতিত হলো (৬৭) এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো তা (৬৮), যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

রুকূ' - পাঁচ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاۗؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۭ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝۳۵

৩৫. এবং মুশরিকরা বললো, 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে পূজা করতামনা; না আমরা, না আমাদের পিতৃপুরুষেরা এবং না তাঁর থেকে পৃথক হয়ে (আমরা) কোন বস্তুকে হারাম স্থির করতাম (৬৯)।' অনুরূপই তাদের পূর্ববর্তীরা করেছে (৭০); সুতরাং রসূলগণের কর্তব্য কি? কিন্তু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া (৭১)।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ পবিত্র জীবন, বিজয়, সাফল্য ও প্রশস্ত জীবিকা ইত্যাদি নি'মাত।

টীকা-৫৮. এবং পরকাল,

টীকা-৫৯. এবং এগুলো জান্নাত ব্যতীত কোন ব্যক্তির ভাগ্যে অন্য কোথাও জুটবেনা।

টীকা-৬০. অর্থাৎ তাঁরা শির্ক ও কুফর থেকে পবিত্র হন; তাঁদের কথাবার্তা, কার্যাবলী, চরিত্র ও চাল-চলন কলুষমুক্ত হয়; ইবাদত-বন্দেগী তাঁদের নিত্যসঙ্গী হয়; হারাম বা নিষিদ্ধ কোন কিছুর কালিমা দ্বারা তাঁদের কর্মের আঁচল কলঙ্কিত হয়না; প্রাণ হননের সময় তাঁদেরকে বেহেশ্‌ত, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, করুণা ও সম্মানের সুসংবাদ দেয়া হয়। এমতাবস্থায়, মৃত্যু তাঁদের নিকট আরামদায়ক মনে হয়। আর 'রূহ্' সুখ ও আনন্দের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং ফিরিশ্‌তাগণ সসম্মানে তা বের করে নেন। (খাযিন)

টীকা-৬১. বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর নিকটতম মুহূর্তে মু'মিন বান্দার নিকট ফিরিশ্‌তা এসে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র বন্ধু! তোমার উপর সালাম এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সালাম বলছেন।" আর পরকালে তাদেরকে বলা হবে,

টীকা-৬২. কাফিরগণ কেন ঈমান আনেনা? তারা কিসের অপেক্ষায় আছে?

টীকা-৬৩. তাদের রূহগুলো বের করার জন্য।

টীকা-৬৪. পৃথিবীতে অথবা ক্বিয়ামত-দিবসে।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফিরগণও; তারা কুফর ও অস্বীকার করার মতো অপকর্মের উপর অটল থাকে।

টীকা-৬৬. কুফ্‌র অবলম্বন করে,

টীকা-৬৭. এবং তারা আপন অপকর্মের শাস্তি পেয়েছে

টীকা-৬৮. শাস্তি,

টীকা-৬৯. যেমন 'বহীরাহ' ও 'সা-ইবাহ' ইত্যাদি পশু ★। এতে তাদের উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, তাদের শির্ক করা এবং উক্তসব বস্তুকে নিষিদ্ধ স্থির করে নেয়া আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা ও সন্তুষ্টিক্রমে হয়েছে। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন

টীকা-৭০. অর্থাৎ তারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে এবং হালালকে হারাম করেছে; আর এমনই ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথা বলেছে-

টীকা-৭১. সত্যকে প্রকাশ করে দেয়া এবং শির্ক যে বাতিল ও মন্দ সে সম্পর্কে অবহিত করে দেয়া।

★ 'বহী-রাহ' ও 'সা-ইবাহ' ইত্যাদি পশুর সংজ্ঞা ও অবস্থাদি সম্পর্কে 'সূরা মা-ইদাহ্'র আয়াত ১০৩ এবং টীকা ২৪৬-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং নিশ্চয় প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন রসূল প্রেরণ করেছি (৭২) যে, 'আল্লাহ্‌রই ইবাদত করো এবং শয়তান থেকে বাঁচো।' অতঃপর তাদের (৭৩) মধ্যে কাউকে আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছেন (৭৪) এবং কারো উপর পথ-ভ্রান্তি সঠিকই অবতরণ করেছে (৭৫) সুতরাং পৃথিবীতে ঘুরেফিরে দেখো কেমন পরিণতি হয়েছে অস্বীকারকারীদের (৭৬)!

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. যদি আপনি তাদেরকে হিদায়ত করার আগ্রহ করেন (৭৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎপথ প্রদান করেন না যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করেছে আপন শপথের মধ্যে শেষ সীমার প্রচেষ্টা সহকারে এমর্মে যে, 'আল্লাহ্ মৃতকে উঠাবেন না (৭৮)।' হাঁ, কেন নয় (৭৯), সত্য প্রতিশ্রুতি তাঁরই দায়িত্বে; কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা (৮০);

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এজন্য যে, তাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বলে দেবেন যে বিষয়ে তারা বিতণ্ডা করতো (৮১); এবং এজন্য যে, কাফিরগণ জেনে নেবে যে, তারা মিথ্যুক ছিলো (৮২)।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪০. যা কিছু আমি ইচ্ছা করি সেটার উদ্দেশ্যে আমার নির্দেশ এটাই হয় যে, আমি বলি, 'হয়ে যাও!' (ফলে), তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় (৮৩)।

রুকূ' - ছয়

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

৪১. এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে (৮৪) আপন ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেয় অত্যাচারিত হয়ে, অবশ্যই আমি তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে উত্তম আবাস দেবো (৮৫);

টীকা-৭২. এবং প্রত্যেক রসূলকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তিনি আপন সম্প্রদায়কে বলেন-

টীকা-৭৩. উম্মতগণের

টীকা-৭৪. তারা ঈমান গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে

টীকা-৭৫. তারা তাদের আদি দুর্ভাগ্যের কারণে কুফরের উপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এবং ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকে।

টীকা-৭৬. যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন এবং তাদের শহরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। উজাড় হওয়া বস্তিগুলো তাদের ধ্বংসের খবর দিচ্ছে। সেটা দেখে অনুধাবন করো যে, যদি তোমরাও তাদের মতো কুফর ও অস্বীকারের উপর অটল থাকো, তবে তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হওয়া নিশ্চিত।

টীকা-৭৭. হে মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! অথচ এসব লোক তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাদের পথভ্রষ্টতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের দুর্ভাগ্য অনাদি কালীন।

টীকা-৭৮. শানে নুযূলঃ একজন মুশরিক একজন মুসলমানের নিকট ঋণী ছিলো। মুসলমান মুশরিকের নিকট উক্ত ঋণ পরিশোধ করার দাবী করলেন। কথোপকথনের মধ্যখানে তিনি (মুসলমান) এ বলে আল্লাহ্‌র শপথ করলেন, "তাঁরই শপথ! যাঁর সাথে আমি মৃত্যুর পর সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখি।" এটা শুনে মুশরিক বললো, "তোমার কি এ ধারণা যে, তুমি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে?" এবং মুশরিক শপথ করে বললো যে, আল্লাহ্ মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন না। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এরশাদ করা হয়েছে -

টীকা-৭৯. অর্থাৎ অবশ্যই উঠাবেন।

টীকা-৮০. এ উঠানোর হিকমত বা রহস্যও তাঁর ক্ষমতা (সম্পর্কে)। নিঃসন্দেহে, তিনি মৃতদেরকেও জীবিত করে উঠাবেন।

টীকা-৮১. অর্থাৎ মৃতদেরকে উঠানোর বিষয়ে যে, তা সত্য;

টীকা-৮২. এবং মৃতদেরকে জীবিত করার বিষয়কে অস্বীকার করা ভুল।

টীকা-৮৩. সুতরাং মৃতকে জীবিত করা আমার পক্ষে কি কঠিন? (মোটেই নয়।)

টীকা-৮৪. তাঁরই দ্বীনের খাতিরে হিজরত করেছে।

শানে নুযূলঃ ক্বাতাদাহ্ বলেছেন- এ আয়াত আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদের উপর মক্কাবাসীরা বহু অত্যাচার করেছে এবং তাঁদেরকে দ্বীনের খাতিরে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে কেউ 'হাবশাহ্' (আবিসিনিয়া) চলে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে মদীনা তৈয়্যবায় আসলেন। আর কেউ কেউ মদীনা শরীফেই হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা

টীকা-৮৫. সেই মদীনা তৈয়্যবাহ্, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য 'হিজরত-ভূমি' করেছেন।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ কাফিররা অথবা ঐসব লোক, যারা হিজরত না করে থেকে গিয়েছিলো। তাঁর পুরস্কার কতই শ্রেষ্ঠ!

টীকা-৮৭. মাতৃভূমির বিচ্ছেদ, কাফিরদের নির্যাতন এবং প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করার উপর।

টীকা-৮৮. এবং তাঁর দ্বীনের কারণে যার সম্মুখীন হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট রয়েছে এবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একেবারে সত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেছে। আর 'সালিক' (আল্লাহর পথের পথিক)-এর জন্য এটাই হচ্ছে যাত্রার চূড়ান্ত স্থান।

টীকা-৮৯. শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার মুশরিকদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তকে এভাবে (বলে) অস্বীকার করেছিলো যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার শান এর বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে রসূল বানাবেন'। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বিধান তো এভাবেই জারী রয়েছে যে, 'তিনি সবসময় মানব জাতির মধ্য থেকে শুধু পুরুষদেরকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন।'

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤١﴾

এবং নিশ্চয় আখিরাতের সাওয়াব খুব বড়; কোন প্রকারে লোকেরা জানতো (৮৬)!

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. ঐসব লোক, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (৮৭) এবং আপন প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে (৮৮)।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করিনি, কিন্তু পুরুষকে (৮৯), যাদের প্রতি আমি ওহী করতাম। সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে (৯০);

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসমূহ সহকারে (৯১)। এবং হে মাহবূব! আমি আপনার প্রতি এ 'স্মৃতি' অবতীর্ণ করেছি (৯২) যেন আপনি লোকদের নিকট বর্ণনা করেন, যা (৯৩) তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাতে তারা তাতে চিন্তাভাবনা করে।

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. তবে কি যারা মন্দ প্রতারণা করছে (৯৪), এ থেকে ভয় করছেনা যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দেবেন (৯৫), কিংবা তাদের প্রতি সেখান থেকেই শাস্তি আসবে, যে স্থান থেকে (শাস্তি আসার) তাদের খবরই থাকেনা (৯৬)।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. অথবা তাদেরকে চলাফেরা করতে থাকাকালে (৯৭) পাকড়াও করে নেবেন যে, তারা ব্যর্থ করতে পারবেনা (৯৮)।

اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ۗ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤٧﴾

৪৭. অথবা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে করতে গ্রেফতার করে নেবেন যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু (৯৯)।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ

৪৮. এবং তারা কি দেখেনি যে, যে (১০০) বস্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন সেটার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে (১০১),

টীকা-৯০. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, অজ্ঞতার পীড়া থেকে আরোগ্যলাভ করার উপায় হচ্ছে- ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করা। সুতরাং আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা তোমাদেরকে বলে দেবেন আল্লাহর বিধান এভাবেই জারী রয়েছে যে, তিনি পুরুষদেরকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন।

টীকা-৯১. তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে- 'সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবাদির জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের নিকট দলীল ও কিতাবের জ্ঞান না থাকে।'

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে ইমামগণের 'তাক্বলীদ' বা অনুসরণ করা যে ওয়াজিব- তা প্রমাণিত হয়।

টীকা-৯২. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ যে নির্দেশ।

টীকা-৯৪. রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে; এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য তৎপর থাকে। আর গোপনে সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। যেমন- মক্কার কাফিররা।

টীকা-৯৫. যেমন ক্বারূনকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন।

টীকা-৯৬. সুতরাং অনুরূপই ঘটেছিলো যে, বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করা হয়েছে; অথচ তারা এটা বুঝতে পারতো না।

টীকা-৯৭. সফরে কিংবা আপন বাসস্থানে থাকা– সর্বাবস্থায়

টীকা-৯৮. আল্লাহকে; শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে।

টীকা-৯৯. সহনশীল থাকেন এবং শাস্তি প্রদানে ত্বরা করেন না।

টীকা-১০০. ছায়াসম্পন্ন

টীকা-১০১. সকালে ও সন্ধ্যায়,

টীকা-১০২. নীচ ও অক্ষম, অনুগত ও বাধ্যগত।

টীকা-১০৩. সাজদা দু'ধরনের। যথা-

এক) যা আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য করা হয়। যেমন- মুসলমানদের সাজদা আল্লাহ্‌র জন্য।

দুই) যা বশ্যতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য করা হয়। যেমন-ছায়া ইত্যাদির সাজদা। প্রত্যেক কিছুর সাজদা সেটার অবস্থান ও মর্যাদানুসারেই হয়। মুসলমান ও ফিরিশ্‌তাদের সাজদা হচ্ছে- আনুগত্য ও ইবাদতের সাজদা এবং তাঁদের ব্যতীত অন্যান্য জিনিষ যেই সাজদা করে তা হচ্ছে- বশ্যতা ও বিনয় প্রকাশের জন্য।

টীকা-১০৪. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশ্‌তাদের উপরও শরীয়তের বিধি-বিধান বর্তায়। আর যখন একথা প্রমাণিত করা হলো যে, সমস্ত আসমান ও যমীনে যত কিছু সৃষ্ট হয়েছে সবকিছু আল্লাহ্‌রই সম্মুখে অবনত ও বিনয়ী, ইবাদতকারী ও অনুগত এবং সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন এবং তাঁরই ক্ষমতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তখন এটা দ্বারা শির্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

টীকা-১০৫. কেননা, দু'জন খোদাতো হতেই পারেনা।

টীকা-১০৬. আমিই সেই সত্য মা'বূদ, যাঁর কোন শরীক নেই।

টীকা-১০৭. এতদসত্ত্বেও যে, সত্য মা'বূদ শুধু তিনিই?

টীকা-১০৮. চাই দারিদ্রের হোক কিংবা রোগের অথবা অন্য কিছুর,

টীকা-১০৯. তাঁরই নিকট প্রার্থনা করো, তাঁরই দরবারে ফরিয়াদ করো!

টীকা-১১০. এবং সেসব লোকের পরিণতি এটাই হয়;

টীকা-১১১. এবং কিছুদিন এমতাবস্থায় জীবনাতিপাত করে নাও!

টীকা-১১২. যে, সেটার কি পরিণতি হয়েছে!

টীকা-১১৩. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর জন্য; 'ইলাহ্' (উপাস্য) ও ইবাদতের উপযোগী হওয়া এবং উপকার কিংবা অপকার সাধনকারী হওয়া সম্পর্কে সেগুলোর জানাই নেই।

سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ۝٤٨

আল্লাহ্‌কে সাজদা করে এবং তারা তাঁরই সম্মুখে হীন (১০২)?

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٤٩

৪৯. এবং আল্লাহ্‌কেই সাজদা করে যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যাকিছু যমীনে বিচরণকারী রয়েছে- (১০৩) এবং ফিরিশ্‌তাগণ; এবং তারা অহংকার করেনা।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٥٠

৫০. নিজেদের উপর নিজেদের প্রতিপালকের ভয় রাখে এবং তাই করে যা করার তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় (১০৪)।

রুকূ' - সাত

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ۝٥١

৫১. এবং আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন, 'দু'জন খোদা স্থির করোনা (১০৫)। তিনি তো একমাত্র মা'বূদ। সুতরাং আমাকেই ভয় করো (১০৬)।'

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ۝٥٢

৫২. এবং তাঁরই, যাকিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে এবং তাঁরই আনুগত্য করা আবশ্যকীয়। তবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করবে (১০৭)?

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ۝٥٣

৫৩. এবং তোমাদের নিকট যত নি'মাত রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। অতঃপর যখন তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে (১০৮) তখন তাঁরই দিকে আশ্রয় নিতে যাও (১০৯)।

ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ۝٥٤

৫৪. অতঃপর যখন তিনি তোমাদের নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখন তোমাদের মধ্যে একটা দল আপন প্রতিপালকের শরীক দাঁড় করাতে থাকে (১১০);

لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٥٥

৫৫. এজন্য যে, আমার প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সুতরাং কিছু ভোগ করে নাও (১১১) যে, অনতিবিলম্বে জেনে যাবে (১১২)।

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ۝٥٦

৫৬। এবং জ্ঞানহীন বস্তুসমূহের জন্য (১১৩) আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে (১১৪) অংশ নির্ধারণ করে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে সে সম্পর্কেই, যা কিছু মিথ্যা রচনা করছিলে (১১৫)।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ খেত-খামার ও চতুষ্পদ পশুগুলো ইত্যাদি থেকে।

টীকা-১১৫. প্রতিমাগুলোকে উপাস্য ও নৈকট্যলাভের উপযোগী এবং মূর্তিপূজাকে আল্লাহ্‌রই নির্দেশ বলে অভিহিত করে।

টীকা-১১৬. যেমন 'খাযা'আহ্' ও 'কিনানাহ্' সম্প্রদায়দ্ব দু'টির লোকেরা বলতো, "ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা।" (আল্লাহ্‌রই পানাহ্!)

টীকা-১১৭. তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তি করা চূড়ান্ত বেয়াদবী ও কুফর।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ কুফর সহকারে। এটা চরম বেয়াদবীও যে, নিজেদের জন্য পুত্রসন্তানকে পছন্দ করে, কন্যাসন্তানকে অপছন্দ করে; আর আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সন্তান-সন্ততি থেকে সম্পূর্ণরূপে পাক-পবিত্র এবং যাঁর জন্য সন্তান-সন্ততি নির্ধারিত করা তাঁর প্রতি দোষ-ত্রুটি আরোপ করারই নামান্তর, তাঁরই জন্য সন্তানদের মধ্যে তাই স্থির করে, যাকে নিজেদের জন্য হীন ও লজ্জার কারণ মনে করে।

টীকা-১১৯. গ্লানিতে

৫৭. এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাসন্তান স্থির করে (১১৬)। পবিত্রতা তাঁরই জন্য (১১৭)। এবং নিজেদের জন্য তা-ই (স্থির করে), যা তাদের মন চায় (১১৮)।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং যখন তাদের মধ্যে কাউকে কন্যাসন্তান হবার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সারা দিন তার মুখমণ্ডল (১১৯) কালো থাকে এবং সে ক্রোধকে হজম করে।

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٨﴾

৫৯. লোকদের নিকট থেকে (১২০) আত্মগোপন করে বেড়ায় এ সুসংবাদের গ্লানি হেতু; তাকে কি লাঞ্ছনা সহকারে রাখবে কিংবা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে (১২১)? ওহে! তারা কতই নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করে (১২২)!

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. যারা পরকালের উপর ঈমান আনেনা তাদের অবস্থা নিকৃষ্ট; এবং আল্লাহ্‌র মর্যাদা সবারই উর্ধ্বে (১২৩), এবং তিনি সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٠﴾

রুকূ' - আট

৬১. এবং যদি আল্লাহ্ মানুষকে তাদের যুলুমের উপর পাকড়াও করতেন (১২৪), তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে ছাড়তেন না (১২৫); কিন্তু তাদেরকে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন (১২৬)। অতঃপর যখন তাদের প্রতিশ্রুতি আসবে তখন না এক মুহূর্তকাল পেছনে হটবে, না সম্মুখে বাড়বে।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. এবং আল্লাহ্‌র জন্য তাই স্থির করে যা (তারা) নিজেদের জন্য অপছন্দ করে (১২৭) এবং তাদের জিহ্বাগুলো মিথ্যাসমূহ বর্ণনা করে যে তাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে (১২৮)।

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ؕ

টীকা-১২০. লজ্জাবশতঃ

টীকা-১২১. যেমন মুদার, খোযা'আহ্ ও তামীম গোত্রগুলোর কাফিররা কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো।

টীকা-১২২. যে, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ঐ কন্যা-সন্তানদের নির্ধারণ করে, যারা তাদের নিজেদের জন্য এতই ঘৃণিত।

টীকা-১২৩. যে, তিনি পিতা ও পুত্র- সব কিছু থেকে পাক-পবিত্র। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত মহিমায় মহিমান্বিত ও পূর্ণতাসূচক গুণাবলীতে গুণবান।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ পাপাচারসমূহের কারণে পাকড়াও করতেন এবং শাস্তি প্রদানকে ত্বরান্বিত করতেন,

টীকা-১২৫. সবকিছুই ধ্বংস করে ফেলতেন। 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী' দ্বারা হয়ত 'কাফিরদের' কথা বুঝানো হয়েছে; যেমন- অপর আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا -

(অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিচরণকারী হচ্ছে কাফিরগণ।) অথবা অর্থ এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বিচরণকারীকে অবশিষ্ট রাখতেন না। যেমন- হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালামের যমানায় যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে ছিলো সে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। শুধু তারাই অবশিষ্ট ছিলো, যারা ভূ-পৃষ্ঠে ছিলোনা; হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালামের সাথে কিশ্তির মধ্যে ছিলো।

অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, অর্থ হচ্ছে- 'যালিমদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তাদের বংশ বিস্তার বন্ধ হয়ে যেতো। অতঃপর পৃথিবীতে কেউ অবশিষ্ট থাকতোনা।'

টীকা-১২৬. আপন অনুগ্রহ, দয়া ও সহনশীলতা দ্বারা। 'নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি' দ্বারা হয়ত জীবনের পরিসমাপ্তি উদ্দেশ্য অথবা ক্বিয়ামত।

টীকা-১২৭. অর্থাৎ কন্যাগণ ও শরীক

টীকা-১২৮. অর্থাৎ বেহেশ্‌ত। কাফিরগণ নিজেদের কুফর ও অপবাদ দেয়া এবং আল্লাহ্‌র জন্য কন্যাদের নির্ধারণ করা সত্ত্বেও নিজেরা নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে ধারণা করতো আর বলতো, "যদি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সত্য হন এবং সৃষ্টি তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়, তবে জান্নাত আমাদেরই মিলবে। কেননা, আমরা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছি।" তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

টীকা-১২৯. জাহান্নামের মধ্যেই ছেড়ে দেয়া হবে।

টীকা-১৩০. এবং তারা তাদের পাপগুলোকে পুণ্য বলে মনে করলো;

টীকা-১৩১. পৃথিবীতে তারই কথামত চলে আর যারা শয়তানকে আপন সাথী ও কর্ম-নির্দেশকরূপে গ্রহণ করেছে তারা অবশ্যই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। অথবা অর্থ এযে, শেষ-দিবসে শয়তান ব্যতীত তারা অন্য কোন সাথী পাবেনা এবং শয়তান নিজেই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে; তাদের কী সাহায্য করতে পারবে?

টীকা-১৩২. পরকালে।

টীকা-১৩৩. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ,

টীকা-১৩৪. ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে

টীকা-১৩৫. উদ্ভিদের উৎপাদন থেকে শ্যামল-সজীবতা দান করে।

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ ঘাস ও লতাপাতাশূন্য ও শস্যহীন হওয়ার পর।

টীকা-১৩৭. এবং বুঝে-শুনে ও চিন্তা-ভাবনা করে। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যেই সত্য সর্বশক্তিমান (আল্লাহ্) ভূমিকে সেটার মৃত্যু অর্থাৎ উৎপাদন-ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় নতুন জীবন দান করেন, তিনি মানুষকেও তার মৃত্যুর পর নিঃসন্দেহে জীবিত করার উপর শক্তিমান।

টীকা-১৩৮. যদি তোমরা তাতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করো তবে ফলাফল লাভ করতে পারো এবং আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাসমূহের নিগূঢ় ও আশ্চর্যজনক রহস্যাদি সম্পর্কে তোমাদের অবগতি অর্জিত হতে পারে।

টীকা-১৩৯. যার মধ্যে কোন বস্তুর সংমিশ্রণের লেশমাত্র নেই, অথচ প্রাণীর শরীরের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের একটি মাত্র স্থান রয়েছে। যেখানে গাছের চারা, ঘাস-পাতা ও ভূষি ইত্যাদি গিয়ে পৌঁছে এবং দুধ, রক্ত ও গোবর-সবকিছু উক্ত খাদ্য থেকেই সৃষ্টি হয়; সেগুলোর কোনটাই অপরটার সাথে মিশ্রিত হতে পারেনা। দুধের মধ্যে না রক্তের রং-এর লেশমাত্র থাকে, না গোবরের গন্ধ। অত্যন্ত পরিষ্কার, পবিত্র বা সুস্বাদু হয়েই বের হয়ে আসে। এ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্চর্যজনক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

لَاجَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ۝٦٢

অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তাদেরকে সীমা থেকে অতিক্রম করানো হবে (১২৯)।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦٣

৬৩. আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনার পূর্বে বহু উম্মতের প্রতি রসূল প্রেরণ করেছি; তখন শয়তান তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছে (১৩০); সুতরাং সে-ই আজ তাদের সাথী (১৩১) এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৩২)।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٦٤

৬৪. এবং আমি আপনার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ করিনি (১৩৩), কিন্তু এ জন্য যে, আপনি লোকদের নিকট সুস্পষ্ট করে দেবেন যে কথায় তারা মতভেদ করে (১৩৪) এবং পথ-নির্দেশনা ও দয়া ঈমানদারদের জন্য।

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝٦٥

৬৫. এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে (১৩৫) পুনর্জীবিত করে দেন সেটার মৃত্যুর পর (১৩৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (সত্য গ্রহণের) কান রাখে (১৩৭)।

রুকূ' – নয়

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَاۤئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝٦٦

৬৬. এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে (গভীর) দৃষ্টি অর্জিত হবার ক্ষেত্র রয়েছে (১৩৮)। আমি তোমাদেরকে পান করাই ঐ বস্তু থেকে, যা সেগুলোর উদরের মধ্যে রয়েছে, গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে, বিশুদ্ধ দুধ, গলা দিয়ে সহজে নেমে যায়, পানকারীদের জন্য (১৩৯)।

পূর্বে মৃত্যুর পর পুণর্জীবিত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ মৃতদের জীবিত করার কথা। কাফিরগণ একথা অস্বীকার করতো এবং এ বিষয়ে তাদের মনে দু'টি সংশয় ছিলোঃ-

এক) "যে বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং যার জীবনই শেষ হয়ে গেছে, সেটার মধ্যে পুনরায় জীবন কীভাবে ফিরে আসবে?" তাদের এ সংশয় পূর্ববর্তী আয়াতেই দূরীভূত করা হয়েছে। এভাবে যে, 'তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে, আমি মৃত ভূমিকে শুকিয়ে যাবার পর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে জীবন দান করে থাকি। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখার পর কোন সৃষ্টির মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া এমন স্বাধীন ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী সত্তায় শক্তির মোটেই অতীত নয়।

দুই) "কাফিরদের দ্বিতীয় সংশয় এ ছিলো যে, "যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করলো এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো ও মাটিতে মিশে গেলো, সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা হবে? আর মাটির কণাগুলো থেকে সেগুলোকে কিভাবে পৃথক করা যাবে?" এ আয়াত শরীফে যেই পরিষ্কার দুধের কথা এরশাদ করেছেন, তাতে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে উক্ত সংশয় ও সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। অর্থাৎ- আল্লাহ্র ক্ষমতার এ মহিমাতো প্রত্যহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, তিনি খাদ্যের মিশ্রিত অংশগুলো থেকে বিশুদ্ধ দুধ নির্গত করেন। আর সেটার আশেপাশের জিনিষগুলো মিশ্রিত হবার লেশমাত্রও এর মধ্যে থাকেনা। ঐ প্রজ্ঞাময় সত্য প্রভুর ক্ষমতার একথা কীভাবে অতীত হতে পারে যে, মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবার পর পুনরায় একত্রিত করে দেবেন!

শক্বীক বল্খী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "আল্লাহ্র অনুগ্রহের পূর্ণতা এটাই যে, দুধ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধভাবে নির্গত হয়ে থাকে। আর তাতে রক্ত ও গোবরের রং ও গন্ধের নাম-নিশানা পর্যন্ত থাকেনা। অন্যথায় অনুগ্রহ পূর্ণ হবেনা এবং 'মানুষের সুস্থ-স্বভাব' (طبع سليم) তা গ্রহণ করবেনা। যেভাবে বিশুদ্ধ নি'মাত প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়, বান্দারও কর্তব্য যেন সেও প্রতিপালকের সাথে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং তার কর্মও যেন লোক-দেখানো ও মনের কু-প্রবৃত্তির সাথে মিশ্রণ থেকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ হয়। যাতে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা পেয়ে ধন্য হয়।

টীকা-১৪০. আমি তোমাদেরকে রস পান করাই

টীকা-১৪১. অর্থাৎ সির্কা, ঘন রস, খুর্মা এবং তাজা খেজুর ইত্যাদি।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ
تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ
وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ﴿٦٨﴾
ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ
سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا
شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ
لِّلنَّاسِ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৭. এবং খেজুর ও আঙ্গুর-ফলের মধ্য থেকে (১৪০) যে, সেটা থেকে 'পানীয়' তৈরী করছো এবং উত্তম জীবিকা (১৪১)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

৬৮. এবং আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে 'ইলহাম' (প্রেরণা দান) করেছেন- 'পাহাড়সমূহে ঘর নির্মাণ করো এবং বৃক্ষসমূহে ও ছাদ সমূহে।

৬৯. অতঃপর প্রত্যেক প্রকারের ফল থেকে কিছু কিছু আহার করো এবং (১৪২) আপন প্রতিপালকের পথসমূহে চলো, যে গুলো তোমার জন্য নরম ও সহজ (১৪৩)।' সেটার উদর থেকে এক পানীয় বস্তু (১৪৪) রংবেরং-এর নির্গত হয় (১৪৫), যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে (১৪৬)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (১৪৭) চিন্তাশীলদের জন্য (১৪৮)।

মানযিল - ৩

মাস্আলাঃ তাজা খেজুর ও আঙ্গুর ইত্যাদির রস যখন এ পরিমাণ সিদ্ধ করা হয় যে, তার দুই-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে ও ঘন হয়ে যায় তখন সেটাকে (আরবী ভাষায়) 'নবীয়' (نبيذ) বলা হয়। এটা নেশার সীমা পর্যন্ত না পৌঁছলে এবং নেশা সৃষ্টি না করলে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম আবূ য়ূসুফ (شيخين) (রাহিমাহুমাল্লাহর)-মতে, তা হালাল। এর পক্ষে এ আয়াত ও বহু হাদীস শরীফ প্রমাণ বহন করে।

টীকা-১৪২. ফলমূলের সন্ধানে

টীকা-১৪৩. আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, যার তোমাকে 'ইলহাম' বা তোমার মনে প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়েছে, এমনকি তোমার নিকট চলাফেরা করা কষ্টকর নয় এবং তুমি যত দূরেই বের হয়ে যাওনা কেন, পথ ভুলে যাওনা এবং আপন স্থানেই ফিরে এসে যাও।

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ মধু

টীকা-১৪৫. সাদা, হলদে ও লাল,

টীকা-১৪৬. এবং সর্বাধিক উপকারী ঔষধসমূহের অন্তর্ভূক্ত এবং অধিক বলকারক ঔষধগুলোর পর্যায়ভূক্ত।

টীকা-১৪৭. আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পক্ষে

টীকা-১৪৮. যে, তিনি একটা দুর্বল ও হীন মৌমাছিকে এমনই চতুরতা ও বুদ্ধি দান করেছেন এবং এমন তীক্ষ্ম শিল্পকর্ম প্রদান করেছেন। তিনি পাক এবং কোন কিছু তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর শরীক হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। এ সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনাকারীদের প্রতি এ মর্মেও সতর্ক করা হয় যে, তিনি আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা একটা নগণ্য দুর্বল মৌমাছিকে এই গুণ দান করেন যে, সেটা বিভিন্ন প্রকারের ফল ও ফুল থেকে এমনই তীক্ষ্ম অংশ সংগ্রহ করে, যা থেকে উত্তম মধু তৈরী হয় যা অত্যন্ত রুচিসম্মত, পবিত্র ও পরিষ্কার (পানীয়); বিনষ্ট হওয়া ও পঁচে যাওয়ার যোগ্যতা সেটার মধ্যে থাকেনা।

সুতরাং সেই মহা শক্তিমান প্রজ্ঞাময় (আল্লাহ্) একটা মৌমাছিকে ঐ উপদান সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার ক্ষমতা দিয়ে থাকেন, তিনি যদি মৃত মানুষের বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে দেন, তবে তা তাঁর ক্ষমতা-বহির্ভূত হবে কেন? মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে দ্বারা অসম্ভব মনে করে তারা কেমনই নির্বোধ!

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদের উপর আপন ক্ষমতার ঐসব নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা খোদ্ সেগুলোর মধ্যে ও সেগুলোর অবস্থাদি থেকেই প্রকাশ পায়।

টীকা-১৪৯. অস্তিত্বহীনতা থেকে; এবং অস্তিত্বহীনতার পর অস্তিত্ব দান করেছেন। এ কেমন আশ্চর্যজনক ক্ষমতা!

টীকা-১৫০. এবং তোমাদেরকে জীবনের পর মৃত্যু প্রদান করবেন—যখন তোমাদের বয়োসীমা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যা তিনি নির্ধারণ করেছেন—চাই শৈশবে হোক, কিংবা যৌবনে হোক, অথবা বার্ধক্যে হোক।

টীকা-১৫১. যে সময়টা মানব-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ষাট বছরের পরে আসে এ বয়সে তার শক্তি ও অনুভূতি সবই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর মানুষের এ অবস্থা হয়ে যায়-

টীকা-১৫২. এবং অজ্ঞতার মধ্যে ছোট ছেলে-মেয়ের চেয়েও অধম হয়ে যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরতের কেমন আশ্চর্যজনক বিষয়াদি মানুষের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন যে, মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে এটা থেকে মুক্ত। দীর্ঘজীবন ও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কারণে তারা আল্লাহ্‌র নিকট সম্মান, বোধশক্তি ও মা'রিফাত (খোদা-পরিচিতি) অধিক মাত্রায় অর্জন করে এবং এটাও হতে পারে যে, তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধতার এতই আধিক্য হয় যে, এ নশ্বর পৃথিবীর সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দা দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা থেকেও বিরত হয়ে যায়। ইকরামার অভিমত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ক্বোরআন পাক পাঠ করেছে সে এমন নিকৃষ্ট বয়সের অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছবেনা যে, জ্ঞানলাভের পর পুনরায় নিরেট জ্ঞানহীন হয়ে যাবে।

টীকা-১৫৩. সুতরাং কাউকে ধনী করেছেন, কাউকে দরিদ্র; কাউকে সম্পদশালী, কাউকে সম্পদহীন; কাউকে মালিক, কাউকে মালিকানাধীন।

টীকা-১৫৪. এবং দাস-দাসী মুনিবদের শরীক হয়ে যায়। যখন তোমরা আপন দাস-দাসীদেরকে আপন শরীক বানানো পছন্দ করোনা, তখন আল্লাহ্‌র বান্দাদের এবং তাঁর মালিকানাধীনদেরকে তাঁর শরীক স্থির করা কীভাবে পছন্দ করছো? আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা! এটা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কেমনই উত্তম, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী খণ্ডন!

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٧٠﴾

৭০. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন (১৪৯), অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন (১৫০), এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বয়সের দিকে ফেরানো হচ্ছে (১৫১), যাতে জানার পরে কিছুই না জানে (১৫২)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন সবকিছু করতে পারেন।

রুকূ' - দশ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۗ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. এবং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে একজনে অপরের উপর জীবিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (১৫৩)। অতঃপর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তারা আপন জীবিকা আপন দাস-দাসীদেরকে ফিরিয়ে দেবেনা, যাতে তারা সবাই এর মধ্যে সমান হয়ে যায় (১৫৪)। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে (১৫৫)?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে নারীদের সৃষ্টি করেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের থেকে পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে জীবিকা দান করেছেন (১৫৬)। তবুও কি তারা মিথ্যা কথার (১৫৭) উপর বিশ্বাস করছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (১৫৮) অস্বীকার করছে?

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সবের পূজা করছে (১৫৯), যেগুলো তাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কোন জীবিকা দেয়ারই ইখ্‌তিয়ার রাখেনা এবং না কিছু করতে পারে।

টীকা-১৫৫. যে, তাঁকে ছেড়ে সৃষ্টির পূজা করছে?

টীকা-১৫৬. বিভিন্ন ধরণের শস্য, ফলমূল জাতীয় খাদ্য ও পানীয় বস্তু থেকে।

টীকা-১৫৭. অর্থাৎ শির্ক ও মূর্তিপূজার

টীকা-১৫৮. 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান সত্তা অথবা 'ইসলাম'-এর কথা বুঝানো হয়েছে।' (মাদারিক)

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে।

টীকা-১৬০. কাউকেও তাঁর শরীক করোনা।

টীকা-১৬১. এ যে,

টীকা-১৬২. যেমন ইচ্ছা তেমনি ব্যবহার করে। সুতরাং সে হলো অক্ষম মালিকানাধীন ও দাস; আর এ লোকটা হচ্ছে স্বাধীন মালিক ও সম্পদের অধিকারী, যে আল্লাহর অনুগ্রহ ক্রমে, ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার রাখে।

টীকা-১৬৩. কখনো হবে না। সুতরাং যখন গোলাম ও আযাদ এক সমান হতে পারে না, অথচ উভয়ই আল্লাহর বান্দা; সুতরাং আল্লাহ্, যিনি স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান তাঁর সাথে ক্ষমতাহীন ও ইখ্‌তিয়ারশূন্য প্রতিমা কীভাবে শরীক হতে পারে এবং এ সবকে তাঁর সমতুল্য স্থির করা কত বড় যুলুম ও অজ্ঞতা!

টীকা-১৬৪. যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য দলীলাদি থাকা সত্ত্বেও শির্ক করা কত বড় শাস্তি ও মন্দ পরিণামের কারণ!

টীকা-১৬৫. না নিজের কোন কথা কাউকেও বলতে পারে, না অন্যের কথা বুঝতে পারে।

টীকা-১৬৬. এবং কোন কাজে আসেনা। এটা কাফিরেরই উপমা।

টীকা-১৬৭. এ উদাহরণ হচ্ছে মু'মিনের। এই যে, কাফির অকেজো, মূক ও দাসের ন্যায়। সে কখনো কোন মতে ঐ মুসলমানের মতো হতে পারে না, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন- মূক, অকেজো দাস দ্বারা প্রতিমাসমূহের উপমা দেয়া হয়েছে। আর 'ন্যায়ের নির্দেশ দেয়া' দ্বারা আল্লাহর শান বর্ণনা করা হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এদাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে প্রতিমাগুলোকে শরীক করা বাতিল। কেননা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ্‌র সাথে মূক ও অকেজো দাসের সম্পর্কই বা কিসের?

টীকা-১৬৮. এতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ জ্ঞানের বিবরণ রয়েছে যে, তিনি সমস্ত অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর নিকট কোন গোপনীয় বস্তুও গোপন থাকতে পারেনা।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, এটা দ্বারা 'ক্বিয়ামতের জ্ঞান'কেই বুঝানো হয়েছে।

৭৪. সুতরাং আল্লাহ্‌র জন্য কোন সদৃশ স্থির করোনা (১৬০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানোনা।

৭৫. আল্লাহ্ এক উপমা বর্ণনা করেছেন (১৬১)- একজন বান্দা রয়েছে অপর একজনের মালিকানাধীন, নিজে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখেনা এবং একজন সে-ই, যাকে আমি আমার নিকট থেকে উত্তম জীবিকা প্রদান করেছি, তখন সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে (১৬২); তারা কি পরস্পর সমান হয়ে যাবে (১৬৩)? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই খবর নেই (১৬৪)।

৭৬. এবং আল্লাহ্ উপমা বর্ণনা করেছেন- দু'জন পুরুষ, তন্মধ্যে একজন মূক, যে কোন কাজ করতে পারেনা (১৬৫) এবং সে আপন মুনিবের উপর বোঝা স্বরূপ, তাকে যে দিকেই প্রেরণ করুক, কোন মঙ্গল নিয়ে আসেনা (১৬৬); সে কি সমান হয়ে যাবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং সে সরল পথেই রয়েছে (১৬৭)?

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰي شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۭ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰي شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰي مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

রুকূ' - এগার

৭৭. এবং আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন বস্তুসমূহ (১৬৮) এবং ক্বিয়ামতের ব্যাপার নয়; কিন্তু চক্ষুর এক পলক মারার ন্যায়ই; বরং তা অপেক্ষাও সত্বর (১৬৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।

৭৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের গর্ভ থেকে সৃষ্টি করেছেন (এমন অবস্থায়) যে, তোমরা কিছুই জানতেনা (১৭০) এবং তোমাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন (১৭১), যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো (১৭২)।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

টীকা-১৬৯. কেননা, চোখের পলক মারাও সময় সাপেক্ষ, যাতে পলকের গতি সঞ্চালিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা কোন বস্তুকে অস্তিত্বে আনতে চাইলে তিনি তখন 'কুন্' (হয়ে যা!) বলা মাত্রই তা অস্তিত্বে এসে যায়।

টীকা-১৭০. এবং আপন জন্মের প্রারম্ভে এবং স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান ও পরিচিতি থেকে একেবারে শূন্য ছিলে।

টীকা-১৭১. যাতে তোমরা সেগুলো দ্বারা স্বীয় সৃষ্টিগত অজ্ঞতাকে দূরীভূত করতে পারো,

টীকা-১৭২. এবং জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা ধন্য হয়ে নি'মাতদাতার কৃতজ্ঞতা পালন করো এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল হও, আর তাঁর নি'মাতের হক আদায় করো।

টীকা-১৭৩. নীচে পড়ে যাওয়া থেকে; অথচ ভারী দেহ স্বাভাবিক কারণে নীচে পড়ে যেতে চায়।

টীকা-১৭৪. যে, তিনি সেগুলোকে এরূপভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, বাতাসে উড়তে পারে এবং স্বীয় ভারী দেহের স্বভাবজাত ধর্মের বিপরীত বাতাসেই স্থির থাকে, নীচে পড়ে যায় না। আর বাতাসকেও এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে সেগুলোর পক্ষে উড়ে বেড়ানো সম্ভবপর হয়। ঈমানদার এতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের কথা স্বীকার করে।

টীকা-১৭৫. যেগুলোর মধ্যে তোমরা বিশ্রাম নাও

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. তারা কি পক্ষীসমূহ দেখেনি, নির্দেশের প্রতি বাধ্য, আসমানের শূন্যগর্ভে? তাদেরকে কেউ স্থির রাখেন না (১৭৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাদি রয়েছে ঈমানদারদের জন্য (১৭৪)।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ঘর দিয়েছেন বসবাস করার জন্য (১৭৫) এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোর চামড়া থেকে কিছু ঘর নির্মাণ করেন (১৭৬), যে গুলো তোমাদের জন্য হালকা হয় তোমাদের ভ্রমণের দিনে এবং ভ্রমণপথে গন্তব্যস্থানসমূহে অবস্থান করার দিনে এবং সেগুলোর পশম, বাবরি চুল ও লোম থেকে কিছু গৃহ-সামগ্রী (১৭৭) এবং ব্যবহারের উপকরণাদি একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

৮১. এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে স্বীয় সৃষ্ট বস্তুসমূহ (১৭৮) থেকে ছায়া প্রদান করেছেন (১৭৯); এবং তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহে গোপনে আশ্রয় নেয়ার স্থান তৈরী করেছেন (১৮০) এবং তোমাদের জন্য কিছু পরিধেয় সৃষ্টি করেন, যা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে, আর কিছু পরিধেয় বস্ত্র (১৮১) যা যুদ্ধের মধ্যে তোমাদেরকে রক্ষা করে (১৮২)। এভাবে তিনি আপন অনুগ্রহ তোমাদের উপর পূর্ণ করেন (১৮৩), যাতে তোমরা নির্দেশ মান্য করো (১৮৪)।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٨٢﴾

৮২. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (১৮৫), তবে হে মাহবূব! আপনার কর্তব্য নয়, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া (১৮৬)।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا

৮৩. (তারা) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চিনে (১৮৭), অতঃপর তা অস্বীকার করে (১৮৮)

টীকা-১৭৬. তাঁবু ইত্যাদির ন্যায়,

টীকা-১৭৭. বিছানো ও গায়ে পরার সামগ্রীসমূহ

মাস্‌আলাঃ এ আয়াতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহের বর্ণনাকারী এবং এ থেকে পশম, পশমী সামগ্রী ও লোমসমূহের পবিত্রতা ও সেগুলো ব্যবহার করার বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

টীকা-১৭৮. বাসস্থান, দেওয়াল ও ছাদসমূহ এবং বৃক্ষরাজি ও মেঘমালা ইত্যাদি।

টীকা-১৭৯. যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করো;

টীকা-১৮০. গুহা ইত্যাদি, যার মধ্যে ধনী ও দরিদ্র সবাই আরাম করতে পারে।

টীকা-১৮১. পোশাক ও লৌহবর্ম ইত্যাদি।

টীকা-১৮২. যে, তীর, তলোয়ার, বর্শা ইত্যাদি থেকে; আত্মরক্ষার সামগ্রী হয়।

টীকা-১৮৩. পৃথিবীতে তোমাদের প্রয়োজনাদি পূরণের উপকরণাদি সৃষ্টি করে,

টীকা-১৮৪. এবং তাঁর অনুগ্রহসমূহের কথা স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করো এবং সত্য-দ্বীনকে কবূল করো!

টীকা-১৮৫. এবং হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! তারা আপনার উপর ঈমান আনা ও আপনার সত্যতা স্বীকার করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজেদের কুফরের উপর অটল থাকে।

টীকা-১৮৬. এবং যখন আপনি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তখন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং অমান্য করার শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপরই রইলো।

টীকা-১৮৭. অর্থাৎ সেসব অনুগ্রহ, যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সবই তারা চিনে ও জানে যে, এসবই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। তবুও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। এতদ্‌ভিত্তিতে, অর্থ এ যে, তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে চিনে ও বুঝে যে, তাঁর অস্তিত্ব আল্লাহ্‌ তা'আলার মহান নি'মাত। আর এতদ্‌সত্ত্বেও

টীকা-১৮৮. এবং দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করেনা

টীকা-১৮৯. একগুঁয়ে যে, হিংসা ও হঠকারিতাবশতঃ কুফরের উপর অটল থেকে যায়।

টীকা-১৯০. অর্থাৎ রোজ ক্বিয়ামতে।

টীকা-১৯১. যিনি তাদের সত্যায়ন ও অস্বীকার এবং ঈমান ও কুফরের সাক্ষ্য দেবেন। আর এ 'সাক্ষী' হচ্ছেন নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম।

টীকা-১৯২. ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিংবা কোন কথা বলার অথবা পৃথিবীর দিকে ফিরে যাবার।

وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ٨٣

এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ কাফির (১৮৯)।

রুকূ' – বার

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٨٤

৮৪. এবং যেদিন (১৯০) আমি উঠাবো প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (১৯১), অতঃপর কাফিরদেরকে না অনুমতি দেয়া হবে (১৯২), না তাদেরকে রাজী করা হবে (১৯৩)।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٨٥

৮৫. এবং যালিমরা (১৯৪) যখন শাস্তি দেখবে তখন থেকেই তা না তাদের উপর লঘু করা হবে, না তারা অবকাশ পাবে।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ٨٦

৮৬. এবং মুশ্‌রিকরা যখন আপন শরীকদেরকে দেখবে (১৯৫), তখন বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ গুলো হচ্ছে আমাদের শরীক, যেগুলোর আমরা আপনাকে ব্যতীত পূজা করতাম। অতঃপর তারা তাদের প্রতি কথা নিক্ষেপ করবে যে, 'তোমরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী (১৯৬)।'

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٨٧

৮৭. এবং সেদিন (১৯৭) আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয় সহকারে পতিত হবে (১৯৮) এবং তাদের নিকট থেকে হারিয়ে যাবে যা কিছু মিথ্যা রচনা করতো (১৯৯)।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ٨٨

৮৮. যারা কুফর করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিয়েছে, আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করেছি (২০০) তাদের ফ্যাসাদ সৃষ্টির পরিণাম স্বরূপ।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٨٩

৮৯. এবং যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে উঠাবো যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (২০১), এবং হে মাহবূব! আপনাকে তাদের সবার উপর (২০২) সাক্ষী বানিয়ে উপস্থিত করবো এবং আমি আপনার উপর এ ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ (২০৩), পথ নির্দেশনা, দয়া ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

টীকা-১৯৩. এবং না তাদের থেকে তিরস্কার ও নিন্দা দূরীভূত করা হবে।

টীকা-১৯৪. অর্থাৎ কাফিরগণ

টীকা-১৯৫. প্রতিমাগুলো ইত্যাদিকে, যে গুলোর তারা পূজা করতো

টীকা-১৯৬. এতে যে, তোমরা আমাদেরকে উপাস্য বলছো। আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের উপাসনা করার প্রতি আহবান করিনি।

টীকা-১৯৭. মুশরিকগণ

টীকা-১৯৮. এবং তাঁরই অনুগত হতে চাইবে।

টীকা-১৯৯. পৃথিবীতে প্রতিমাগুলোকে 'খোদার শরীক' বলে।

টীকা-২০০. তাদের কুফরের শাস্তি এবং অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্‌র পথে বাধা দানের ও পথভ্রষ্ট করার শাস্তি।

টীকা-২০১. এ সাক্ষী হবেন নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম), যাঁরা আপন আপন উম্মতদের উপর সাক্ষ্য দেবেন।

টীকা-২০২. উম্মতগণ ও তাদের সাক্ষীগণের উপর, যাঁরা নবীগণই হবেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ـ

[অর্থাৎঃ তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং হে হাবীব! আপনাকে এসব সাক্ষীর সত্যায়নকারী হিসেবে আনবো? (আবুস্ সাউদ ইত্যাদি)]

টীকা-২০৩. যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে– مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ (অর্থাৎ আমি কিতাবে কিছুই লিপিবদ্ধ না করে ছাড়িনি)। এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতে আগমনকারী ফিৎনাগুলো সম্পর্কে খবর দিলেন। সাহাবা কেরাম সেগুলোর খপ্পর থেকে মুক্তি পাবার পন্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে তোমাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলীরও সংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরবর্তী ঘটনাবলীরও। আর এর মাধ্যবর্তী সময়ের জ্ঞানও তোমাদের রয়েছে।"

হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করতে চায়, সে যেন ক্বোরআন পাঠ করাকে অপরিহার্য

করে নেয়। তাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই খবরাদি রয়েছে।

ইমাম শাফে'ঈ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "উম্মতের সমস্ত জ্ঞান হচ্ছে হাদীসের ব্যাখ্যা; আর হাদীস হচ্ছে ক্বোরআনের (ব্যাখ্যা)।" একথাও বলেছেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে কোন নির্দেশই দিয়েছেন তা ছিলো তা-ই, যা তিনি ক্বোরআন পাক থেকে অনুধাবন করেছেন।"

আবূ বকর ইবনে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন বললেন যে, বিশ্বের মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি। এর উপর কেউ তাঁকে বললো, "সরাইখানাসমূহের উল্লেখ কোথায় আছে?" তিনি বলেন, "এ আয়াতে–

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ অর্থাৎঃ "তোমাদের উপর কোন গুনাহ নেই যে, তোমরা প্রবেশ করবে এমন ঘরগুলোর মধ্যে যেগুলো বসবাসের জন্য নয়। এগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য ভোগের সামগ্রী রয়েছে।"

ইবনে আবুল ফযল মারসী বলেছেন, "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানসমূহ পবিত্র ক্বোরআনের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।"

মোটকথা, এই কিতাব সমস্ত জ্ঞানের পরিব্যাপক। যে যতটুকু এর জ্ঞান লাভ করেছে সে ততটুকুই জানে।

টীকা-২০৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "ন্যায় বিচার তো এ যে, মানুষ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেবে। আর 'পূণ্য' হচ্ছে –অন্যান্য অপরিহার্য কর্তব্যাদি পালন করা।" এবং তাঁর থেকে অন্য একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, 'ন্যায় বিচার' হচ্ছে– 'শির্ককে বর্জন করা' আর 'পূণ্য' হচ্ছে– 'আল্লাহ্‌র ইবাদত এভাবে সম্পন্ন করা যেন তিনি তোমাদেরকে দেখছেন এবং অপরের জন্য তা-ই পছন্দ করা যা নিজেদের জন্য পছন্দ করো। সে যদি মু'মিন হয় তবে তার ঈমানের বরকতসমূহের উন্নতি ও তোমাদের নিকট পছন্দনীয় হবে, আর যদি কাফির হয়, তবে তোমাদের নিকট একথা পছন্দনীয় হবে যে, সেও তোমাদের ইসলামী ভাই হয়ে যাক।'

তাঁর থেকে অন্য এক বিবরণ এটাও রয়েছে যে, 'ন্যায় বিচার' হচ্ছে– 'তাওহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়া) আর 'পূণ্য' হচ্ছে– 'নিষ্ঠা'। বস্তুতঃ উক্ত সব বিবরণের বর্ণনাভঙ্গী যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু সবকটির সারকথা ও লক্ষ্যবস্তু এক ও অভিন্ন।

রুকূ' - তের

৯০. নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ন্যায় বিচার, পূণ্য (২০৪) ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার (২০৫) এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা (২০৬), মন্দ কথা (২০৭) ও অবাধ্যতা থেকে (২০৮); তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা ধ্যান করো।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٩٠

৯১. এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করো (২০৯) যখন পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হও এবং শপথগুলোকে দৃঢ় করে ভঙ্গ করোনা;

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا

মানযিল - ৩

টীকা-২০৫. এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা ও সদ্ব্যবহার করার–

টীকা-২০৬. অর্থাৎ প্রত্যেক লজ্জাস্কর, ঘৃণ্য কথা ও কাজ

টীকা-২০৭. অর্থাৎ শির্ক ও কুফর এবং পাপাচারসমূহ ও শরীয়তের সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয়াদি

টীকা-২০৮. অর্থাৎ যুলুম ও অহংকার। ইবনে ওয়ায়নাহ্ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'ন্যায় বিচার' (عــدل) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য– উভয় ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কর্তব্য ও আনুগত্য পালন করাকেই বলা হয়। আর 'ইহ্‌সান' (সৎকাজ) এই যে, গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থা অপেক্ষা উত্তম হবে। আর 'অশ্লীলতা', 'মন্দকথা' ও 'অবাধ্যতা' এই যে, প্রকাশ্য আচরণ ভাল হবে, কিন্তু গোপন অবস্থা অনুরূপ হবেনা।

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটা জিনিষের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনটা বস্তু নিষেধ করেছেন। 'ন্যায় বিচার'-এর নির্দেশ দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে ন্যায় পরায়ণতা ও সাম্য– কথায় ও কাজে। এর বিপরীত হচ্ছে অশ্লীলতা অর্থাৎ লজ্জাহীনতা। তা হচ্ছে– অশোভন কথা ও কাজ। আর 'ইহসান' (সৎ কাজ)-এর নির্দেশ দিয়েছেন। তা হচ্ছে এই– যে যুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দাও! আর যে ক্ষতি করেছে তার উপকার করো! এর বিপরীত হচ্ছে– 'মুন্‌কার' (মন্দ কথা)। অর্থাৎ যে উপকার করে তার উপকারকে অস্বীকার করা। তৃতীয় নির্দেশ এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনকে দান করা, তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখা এবং মায়া-মমতা ও ভালবাসা রাখারই দিয়েছেন। এর বিপরীত হচ্ছে– 'অবাধ্যতা' (بَغْــى)। আর তা হচ্ছে নিজকে নিজে উচ্চ মনে করা ও আপন সম্পর্কের লোকজনের প্রাপ্যসমূহ বিনষ্ট করা।

হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, এ আয়াত সমস্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিবরণের পরিব্যাপক। এ আয়াতই হযরত ওসমান ইবনে মায'উন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিলো। তিনি বলেন, "এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণে ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে। এ আয়াতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এতই শক্তিশালী হয় যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ও আবূ জাহ্‌লের মতো পাষাণ-হৃদয় কাফিরদের মুখেও এর প্রশংসা উচ্চারিত হয়ে যায়।" এ কারণে, এই আয়াত প্রত্যেক খোত্‌বার শেষভাগে পাঠ করা হয়।

টীকা-২০৯. এ আয়াত ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন।

তাদেরকে নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ মানুষের প্রত্যেক সৎ অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাকে শামিল করে।

টীকা-২১০. তাঁর নামে শপথ করে

টীকা-২১১. তোমরা অঙ্গীকার ও শপথগুলো ভঙ্গ করে

টীকা-২১২. মক্কা মুকাররামাহ্য় রিতাহ্ বিনতে আমর নাম্নী একজন নারী ছিলো, যে স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণা ছিলো এবং তার বোধশক্তিতে ত্রুটি ছিলো। সে দিন দুপুর পর্যন্ত পরিশ্রম করে সূতা কাটতো এবং তার দাসীদের দ্বারাও কাটাতো। আর দুপুরের সময় সেই পাকানো সূতাগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো ফেল্‌তো। বাঁদীদের দ্বারাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করাতো। এটাই ছিলো তার নিত্য দিনের কাজ। অর্থ এ যে, 'তোমরা স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করে উক্ত নারীর মত নির্বোধ হয়োনা।'

وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾

এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে (২১০) নিজেদের উপর জামিন করেছো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি জানেন।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۖ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۖ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۖ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. এবং (২১১) ঐ নারীর মত হায়োনা যে আপন সূতা মজবুত হবার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেছে (২১২)। আপন শপথসমূহকে পরস্পরের মধ্যে একটা ভিত্তিহীন অজুহাত বানিয়ে নিয়ে থাকো, যাতে একদল অপর দল অপেক্ষা অধিক না হও (২১৩)। আল্লাহ্ তো এটা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন (২১৪) এবং অবশ্যই তোমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট করে দেবেন ক্বিয়ামত-দিবসে (২১৫) যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (২১৬)।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٣﴾

৯৩. এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে একই উম্মত (জাতি) করতেন (২১৭); কিন্তু আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন (২১৮) যাকে চান এবং পথ প্রদান করেন (২১৯) যাকে চান; এবং অবশ্যই তোমাদেরকে (২২০) তোমাদের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে (২২১)।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. এবং নিজেদের শপথসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ভিত্তিহীন অজুহাত গড়ে নিও না, যাতে কোথাও কোন পা (২২২) স্থির হবার পর ফসকে না যায় এবং তোমাদেরকে ক্ষতির আস্বাদ গ্রহণ করতে হয় (২২৩) পরিণাম স্বরূপ এটার যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতে; এবং তোমাদের জন্য মহাশাস্তি (অবধারিত) হয় (২২৪)।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۖ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এবং আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করোনা (২২৫)। নিশ্চয় তা (২২৬), যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

৯৬. যা তোমাদের নিকট রয়েছে (২২৭) তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে (২২৮) তা স্থায়ী হবারই;

টীকা-২১৩. মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে, লোকজনের নিয়ম এ ছিলো যে, তারা একটা সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করতো এবং যখন অপর গোত্রকে তা অপেক্ষা সংখ্যা কিংবা সম্পদ অথবা ক্ষমতায় অধিক পেতো, তখন ইতোপূর্বে যেই সন্ধি করেছিলো তা ভঙ্গ করে ফেলতো এবং তখন অপর গোত্রের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতো। আল্লাহ্ তা'আলা তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং অঙ্গীকার পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

টীকা-২১৪. যাতে অনুগত ও অবাধ্যের পরিচয় প্রকাশ পায়

টীকা-২১৫. কার্যাদির প্রতিদান দিয়ে

টীকা-২১৬. পৃথিবীর অভ্যন্তরে।

টীকা-২১৭. তোমরা সবাই একই ধর্মের অনুসারী হতে;

টীকা-২১৮. স্বীয় ন্যায়-বিচারের কারণে

টীকা-২১৯. আপন অনুগ্রহক্রমে

টীকা-২২০. ক্বিয়ামত-দিবসে

টীকা-২২১. যা তোমরা পৃথিবীতে করেছো।

টীকা-২২২. সত্য পথ ও ইসলামী কর্মপন্থা থেকে

টীকা-২২৩. অর্থাৎ শাস্তি

টীকা-২২৪. আখিরাতে।

টীকা-২২৫. এভাবে যে, অস্থায়ী পৃথিবীর স্বল্প লাভের বিনিময়ে সেটা ভঙ্গ করে বসবে।

টীকা-২২৬. প্রতিদান ও পুরস্কার,

টীকা-২২৭. পার্থিব সামগ্রী; এ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নিঃশেষ হবে

টীকা-২২৮. তাঁর দয়ার ভাণ্ডার ও পরকালের প্রতিদান,

টীকা-২২৯. অর্থাৎ তাদের অতীব ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ভাল কাজের পরিবর্তেও এমন প্রতিদান ও পুরস্কার দেয়া হবে, যা তারা তাদের সর্বোচ্চ সৎ কাজের জন্য পেতো। (আবুস্ সাঊদ)

টীকা-২৩০. এটা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কেননা, কাফিরদের কর্মসমূহ নিষ্ফল। সৎকর্ম সাওয়াবের উপযোগী হওয়ার জন্য ঈমানই পূর্বশর্ত।

টীকা-২৩১. পৃথিবীতে হালাল জীবিকা ও স্বল্পে তুষ্টি দান করে এবং আখিরাতে জান্নাতের নি'মাতসমূহ প্রদান করে;

কোন কোন আলিম বলেছেন, 'উত্তম জীবন' দ্বারা ইবাদতে স্বাদ উদ্দেশ্য।

নিগূঢ় রহস্যঃ মু'মিন যদি নিতান্ত গরীবও হয়, তার জীবন সম্পদশালী কাফিরের বিলাসবহুল জীবন থেকেও উত্তম এবং পবিত্র। কেননা, মু'মিন একথা জানে যে, তার জীবিকা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে দেয়া হয়। তিনি যা অদৃষ্টে নির্দ্ধারণ করেন সেটারই উপর সন্তুষ্ট থাকে। আর মু'মিনের অন্তর লোভ-লিপ্সার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও শান্তিতে থাকে।

পক্ষান্তরে, কাফির, যে আল্লাহ্‌র প্রতি লক্ষ্য রাখেনা, সে লোভী ও লিপ্সু থাকে এবং সর্বদা দুঃখ ও ক্লান্তি এবং অর্থ লাভের চিন্তায় অস্থির থাকে।

টীকা-২৩২. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমের তেলাওয়াত আরম্ভ করার সময়–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

পাঠ করো। এটা মুস্তাহাব।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الخ (আউযু বিল্লাহ্) পাঠ করার মাস্‌আলাসমূহ সূরা ফাতিহার তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২৩৩. তারা শয়তানী প্ররোচনাসমূহ গ্রহণ করেনা।

টীকা-২৩৪. এবং আপন প্রজ্ঞা দ্বারা একটা নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ প্রদান করেন

শানে নুযূলঃ মক্কার মুশ্‌রিকগণ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ 'রহিতকরণ'-এর উপর আপত্তি করতো এবং এর রহস্যাদি সম্পর্কে অনবগত হবার কারণে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। আর বলতো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) একদিন এক নির্দেশ দেন। অপর দিন অন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি আপন মন থেকে কথাগুলো রচনা করেন। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٦

এবং নিশ্চয় আমি ধৈর্যধারণকারীদেরকে তাদের ঐ পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাধিক উত্তম কাজের উপযোগী হবে (২২৯)।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٩٧

৯৭. যে সৎকর্ম করে– পুরুষ হোক কিংবা নারী এবং সে মুসলমান হয় (২৩০), তবে অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবনে জীবিত রাখবো (২৩১) এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কর্মের পুরস্কার দেবো, যা তাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম কর্মের উপযোগী হয়।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝٩٨

৯৮. অতঃপর যখন তোমরা ক্বোরআন পড়ো, তখন আল্লাহ্‌র শরণ চাইবে বিতাড়িত শয়তান থেকে (২৩২)।

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝٩٩

৯৯. নিশ্চয় তার কোন আধিপত্য সেসব লোকের উপর নেই, যারা ঈমান এনেছে এবং আপন প্রতিপালকেরই উপর ভরসা রাখে (২৩৩)।

اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝١٠٠

১০০. তার আধিপত্য তো তাদেরই উপর, যারা তার সাথে ভালবাসা স্থাপন করে এবং তাকে শরীক স্থির করে।

রুকূ' – চৌদ্দ

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٠١

১০১. এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত পরিবর্তন করি (২৩৪) এবং আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন যা তিনি অবতীর্ণ করেন (২৩৫), কাফিররা বলে, 'আপনি তো মন থেকে পড়ে নিয়ে আসছেন (২৩৬);' বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশের জ্ঞান নেই (২৩৭)।

টীকা-২৩৫. যে, তাতে কি 'হিকমত' (গূঢ় রহস্য) রয়েছে এবং তাঁর বান্দাদের জন্য তাতে কি কল্যাণ রয়েছে।

টীকা-২৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাবে তাদেরকে অজ্ঞ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর এরশাদ করেন–

টীকা-২৩৭. এবং এ রহিতকরণ ও পরিবর্তন করার রহস্য ও উপকারাদি সম্পর্কে তারা অবগত নয় এবং এ কথাও জানে না যে, ক্বোরআন করীমের দিকে মিথ্যা রচনার কোন সম্পর্কই হতে পারেনা। কেননা, যেই 'কালাম'-এর সমতুল্য রচনা করা মানুষের ক্ষমতার বাইরে তা কোন মানুষের পড়া বা রচিত কিভাবে হতে পারে! সুতরাং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে–

টীকা-২৩৮. অর্থাৎ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালাম।

টীকা-২৩৯. ক্বোরআন করীমের মাধুর্য ও এর জ্ঞানভাণ্ডারের আলোক-ঔজ্জ্বল্য যখন মানবমনগুলোকে আকৃষ্ট করতে লাগলো এবং কাফিরগণ দেখলো যে, পৃথিবী সেটার দিকে আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেছে আর কোন চেষ্টা-তদ্‌বীরই ইসলামের বিরোধিতায় সফলকাম হচ্ছেনা তখন তারা নানা ধরণের মিথ্যা অপবাদ দিতে আরম্ভ করলো। কখনো সেটাকে 'যাদু' বললো, কখনো 'পূর্ববর্তীদের গল্প-কাহিনী' বললো, কখনো একথা বললো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটা নিজেই রচনা করে নিয়েছেন; এবং সার্বিক প্রচেষ্টা চালালো যেন কোন মতে লোকেরা এ পবিত্র কিতাবের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে। তাদের ঐসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র এটাও ছিলো যে, তারা একটা অনারবীয় দাসের সম্পর্কে বললো যে, সে-ই নাকি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেয়। এর খণ্ডনে এ আয়াতে করীমাহ্ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, এমন বাতিল কথাগুলো পৃথিবীতে কে বিশ্বাস করতে পারে? যেই দাসের প্রতি কাফিরগণ সেটার সম্বন্ধ রচনা করছে সেতো 'আজমী' (অনারবীয় লোক)। এমন 'বাণী' রচনা করা তার পক্ষে কীভাবে সম্ভবপর হতো! যেহেতু তোমাদের মধ্যে যারা সাহিত্য বিশারদ, অলংকার সম্মত ভাষার পণ্ডিত, যাদের ভাষাবিদ হওয়ার উপর আরবীয়রা গর্ব করে, তাদের সবাই তো হতভম্ব এবং কয়েকটা মাত্র বাক্য পর্যন্ত ক্বোরআনের মতো রচনা করতেও তারা অপরাগ, তাদের ক্ষমতার বাইরে; কাজেই, একটা অনারবের প্রতি এমন সম্বন্ধ রচনা করা কি ধরণের বাতিল ও লজ্জাস্কর কাজ! আল্লাহ্‌র শান! যেই দাসের প্রতি কাফিরগণ এ সম্বন্ধ রচনা করেছিলো এ পবিত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কালাম তাকেও আকৃষ্ট করে নিয়েছিলো। সেও বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছিলো এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

টীকা-২৪০. এবং সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করেনা।

টীকা-২৪১. ক্বোরআনকে এবং রসূল আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করার কারণে

টীকা-২৪২. অর্থাৎ সেগুলোকে 'মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করা ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া বে-ঈমানদেরই কাজ।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, 'মিথ্যা বলা' মহা পাপগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতর পাপ।

টীকা-২৪৩. তার উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র গযব,

টীকা-২৪৪. তাদের উপর গযব আপতিত হবেনা,

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁকে, তাঁর পিতা ইয়াসির ও তাঁর মাতা সুমাইয়্যা এবং সুহায়ব, বেলাল, খাব্বাব ও সালিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমকে গ্রেফতার করে কাফিররা কঠিনতর শাস্তি দিলো, যেন তাঁরা ইসলাম ধর্ম বর্জন করেন। কিন্তু এসব হযরত ধর্ম ত্যাগ করেন নি। তখন কাফিরগণ হযরত আম্মারের মাতা ও পিতাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করলো। আম্মার দুর্বল ছিলেন। তাই তিনি পলায়ন করতে পারছিলেন না। তিনি বাধ্য হয়ে যখন দেখলেন যে, প্রাণ রক্ষা পাচ্ছেনা, তখন তিনি মনের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও 'কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারণ করে ফেললেন।

অতঃপর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াল্লামকে খবর দেয়া হলো যে, আম্মার কাফির হয়ে গেছেন। তিনি (দঃ) বললেন, "কখনো নয়। আম্মার আপাদমস্তক ঈমানে পরিপূর্ণ এবং তার দেহের মাংস ও রক্তে ঈমানের স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে।" অতঃপর হযরত আম্মার ক্রন্দনরত অবস্থায় নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। হুযুর (দঃ) বললেন, "কি হয়েছে?" আম্মার আরয করলেন, "হে খোদার রসূল! খুবই মন্দ ঘটেছে এবং অতীব নিকৃষ্ট বাক্য আমার মুখে উচ্চারিত হয়েছে।" এরশাদ ফরমালেন, "তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কিরূপ ছিলো?" আরয করলেন, "তখন অন্তর ঈমানের উপর খুবই অবিচলিত ছিলো।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি স্নেহ ও দয়া পরবশ হলেন আর এরশাদ করলেন, "যদি আবারও এ ধরণের ঘটনা ঘটে যায় তবে এরূপই করা উচিত হবে।" এর সমর্থনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। (খাযিন)

১০২. আপনি বলুন, 'সেটাকে পবিত্রতার আত্মা' (২৩৮) অবতীর্ণ করেছে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে ঠিক ঠিক, যাতে সেটা দ্বারা ঈমানদারদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং পথ-নির্দেশনা ও সুসংবাদ মুসলমানদের জন্য।

১০৩. এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা বলে, 'এটাতো কোন মানুষ শিক্ষা দেয়।' (তারা) যার প্রতি এটা নিক্ষেপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; আর এটা হচ্ছে স্পষ্ট আরবী ভাষা (২৩৯)।

১০৪. নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনেনা (২৪০) আল্লাহ্ তাদেরকে সরলপথ প্রদান করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি (২৪১)।

১০৫. মিথ্যা-অপবাদ তারাই রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখেনা (২৪২) এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

১০৬. যে ঈমান এনে আল্লাহকে অস্বীকার করে (২৪৩), সে ব্যতীত যাকে বাধ্য করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত থাকে (২৪৪), হাঁ সে ব্যক্তি,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, কোন অবস্থায় বাধ্য করা হলে, যদি অন্তর ঈমানের উপর দৃঢ় থাকে তখন 'কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারণ করে নেয়া জায়েয, যখন কোন মানুষ স্বীয় প্রাণ কিংবা শরীরের কোন অঙ্গ হানির আশংকা করে।

মাস্‌আলাঃ যদি উক্ত অবস্থায়ও ধৈর্যধারণ করে এবং হত্যা করে ফেলা হয় তবে সে পুরস্কৃত ও শহীদ হবে। যেমন হযরত খোবায়ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং তাঁকে শূলের উপর আরোহণ করিয়ে শহীদ করা হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে শহীদদের সরদার রূপে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

মাস্‌আলাঃ যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়, যদি তখন তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচলিত না থাকে, তবে সে 'কুফরী বাক্য' মুখে উচ্চারণ করলে কাফির হয়ে যাবে।

মাস্‌আলাঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ঠাট্টা-বিদ্রূপ কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ কুফরী বাক্য মুখে উচ্চারণ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। (তাফসীর-ই-আহমদী)

شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٧﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ إِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١٠﴾

যে হৃদয়কে উন্মুক্ত করে (২৪৫) কাফির হয়, তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব (আপতিত) হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।

১০৭. এটা এজন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে আখিরাত অপেক্ষা প্রিয় মনে করেছে (২৪৬) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ (এমন) কাফিরদেরকে সরল পথ প্রদান করেন না।

১০৮. এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের অন্তর, কান এবং চোখগুলোর উপর আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন (২৪৭) এবং তারাই অলসতার মধ্যে পড়ে আছে (২৪৮)।

১০৯. অবশ্যই তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত (২৪৯)।

১১০. অতঃপর নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তাদেরই জন্য, যারা আপন ঘর ছেড়ে দিয়েছে (২৫০) এরপর যে, তারা নির্যাতিত হয়েছে (২৫১), অতঃপর তারা (২৫২) জিহাদ করেছে এবং ধৈর্যশীল রয়েছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর (২৫৩) পর অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ' - পনর

يَوْمَ تَأْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেরই পক্ষে যুক্তি পেশ করতে আসবে (২৫৪) এবং প্রত্যেক আত্মাকে তার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেয়া হবে এবং তাদের উপর যুলুম করা হবে না (২৫৫)।

টীকা-২৪৫. সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস সহকারে

টীকা-২৪৬. এবং যখন এ দুনিয়া ধর্মত্যাগের প্রতি অগ্রসর হওয়ার কারণ হয়;

টীকা-২৪৭. না তারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, না উপদেশাবলীর প্রতি কর্ণপাত করে; না সরল ও সঠিক পথ দেখে

টীকা-২৪৮. যে, স্বীয় পরিণামের কথা ভাবেনা।

টীকা-২৪৯. যে, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে।

টীকা-২৫০. এবং মক্কা মুকাররামাহ্ থেকে মদীনা তৈয়্যবার প্রতি হিজরত করেছে।

টীকা-২৫১. কাফিরগণ তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাঁদেরকে কুফর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

টীকা-২৫২. হিজরতের পরে

টীকা-২৫৩. অর্থাৎ হিজরত, জিহাদ ও ধৈর্যের। **টীকা-২৫৪.** তা হচ্ছে রোজ ক্বিয়ামত; যখন প্রত্যেকে 'নাফ্‌সী', 'নাফসী' বলতে থাকবে এবং সবাই নিজ নিজ মুক্তি কামনায় মগ্ন থাকবে

টীকা-২৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ক্বিয়ামত-দিবসে লোকদের মধ্যে ঝগড়া এ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যে, প্রত্যেকের আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া হবে। আত্মা বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! না আমার হাত ছিলো, যা দিয়ে আমি কাউকে ধরতে পারতাম, না আমার পা ছিলো যা দিয়ে চলতে পারতাম, না ছিলো চোখ, যা দ্বারা দেখতে পেতাম।" আর দেহ বলবে, "হে প্রতিপালক! আমি তো ছিলাম কাঠের ন্যায়। না আমার হাত ধরতে পারতো, না পা চলতে পারতো এবং না চোখ দু'টি দেখতে পেতো। যখন এ 'আত্মা' (রূহ) আলোক-রশ্মির ন্যায় আসলো, তখন তা দ্বারা আমার রসনা বলতে আরম্ভ করেছে, চোখ দু'টি দৃষ্টি শক্তি লাভ করছে, পা দু'টি হাঁটতে আরম্ভ করেছে। (সুতরাং) যা কিছু করেছে এ আত্মাই করেছে।"

তখন আল্লাহ্ তা'আলা একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করবেন। তা হচ্ছে- "একজন অন্ধ এবং একজন পঙ্গু। উভয়ে একটা বাগানে গেলো। অন্ধতো ফল দেখতে পেতো না, আর পঙ্গু লোকটার হাত সে গুলো পর্যন্ত পৌঁছতো না। তখন অন্ধ লোকটা পঙ্গু লোকটাকে তার কাঁধের উপর উঠালো। এভাবে তারা ফল আহরণ করলো। ফলে, উভয়ই শাস্তির উপযোগী হলো। একারণে, আত্মা ও দেহ উভয়ই অপরাধী হলো।"

টীকা-২৫৬. এমনসব লোকের জন্য, যাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন এবং তারা সেই নি'মাতের উপর অহংকারী হয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে লাগলো ও কাফির হয়ে গেলো।

এটা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। তাদের উপমা এরূপ মনে করো, যেমন

টীকা-২৫৭. মক্কার ন্যায়,

টীকা-২৫৮. না তাদের উপর শত্রু আক্রমণ করতো, না সেখানকার লোক হত্যা ও বন্দী হবার বিপদে গ্রেফতার হতো;

টীকা-২৫৯. এবং সেটা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো।

টীকা-২৬০. যে, সাত বছর যাবৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অভিশাপের কারণে দুর্ভিক্ষ ও খরার বিপদে আক্রান্ত থাকে। শেষ পর্যন্ত, তারা মৃতের মাংস খেতো। অতঃপর নিরাপত্তা ও শান্তির পরিবর্তে ভয়-ভীতি ও হতাশা তাদের উপর আধিপত্য লাভ করলো এবং সব সময় মুসলমানদের হামলা ও সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকায় থেকে গেলো।

১১২. এবং আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (২৫৬)ঃ একটা জনপদ (২৫৭), যা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিলো (২৫৮); সব দিক থেকে সেটার জীবনোপকরণ প্রচুর পরিমাণে আসতো। অতঃপর তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো (২৫৯)। তখন আল্লাহ্ সেটাকে এই শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করালেন যে, তাকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরালেন (২৬০)– পরিণাম তাদের কৃতকর্মের।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝١١٢

১১৩. এবং নিঃসন্দেহে তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল তাশরীফ এনেছেন (২৬১)। অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। সুতরাং তাদেরকে শাস্তি গ্রাস করলো (২৬২) এবং তারা অন্যায়কারী ছিলো।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١١٣

১১৪. অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকা (২৬৩), হালাল পবিত্র আহার করো (২৬৪) এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝١١٤

১১৫. তোমাদের উপর তো এগুলো হারাম করেছেন– মড়া, রক্ত, শূকর-মাংস এবং সেটা, যা যবেহকালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে (২৬৫), অতঃপর যে অনন্যোপায় হয় (২৬৬), না অভিলাষী হয়ে এবং না সীমালংঘনকারী হয়ে (২৬৭), তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١١٥

টীকা-২৬১. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-২৬২. ক্ষুধা ও ভয়ের

টীকা-২৬৩. যা তিনি বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতে দান করেছেন।

টীকা-২৬৪. সেই হারাম ও অপবিত্র সম্পদগুলোর পরিবর্তে যা আহার করতো তা লুটতরাজ, জবরদখল ও অন্যায় পন্থাসমূহ দ্বারা অর্জিত।

অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াতের মধ্যে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাফসীরকারকদের একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, এতে সম্বোধন মক্কার মুশ্‌রিকদেরকেই করা হয়েছে। কাল্‌বী বলেছেন যে, যখন মক্কাবাসীগণ দুর্ভিক্ষের কারণে ক্ষুধায় অস্থির হলো এবং কষ্ট সহ্য করার শক্তি রইলো না, তখন তাদের নেতৃবৃন্দ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলো, "আপনার সাথে শত্রুতা তো পুরুষেরা করে থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকগণ ও ছোট ছেলেমেয়েরা যে কষ্ট পাচ্ছে সেদিকে কৃপা দৃষ্টি করুন!" এর জবাবে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন– 'তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হোক।' এ আয়াতের মধ্যে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

উভয় অভিমতের মধ্যে প্রথমোক্ত অভিমত অধিকতর বিশুদ্ধ। (খাযিন)

টীকা-২৬৫. অর্থাৎ সেটাকে প্রতিমাগুলোর নামে যবেহ করা হয়।

টীকা-২৬৬. এবং সেই হারাম বস্তুগুলোর মধ্য থেকে কিছুটা আহার করতে বাধ্য হয়,

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পরিমাণের উপর ধৈর্য ধারণ করে,

টীকা-২৬৮. অন্ধকার যুগের লোকেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কোন বস্তুকে হালাল ও কোন কোন বস্তুকে হারাম করে নিতো। আর সে কাজের সম্বন্ধ পড়ে নিতো আল্লাহ্‌র সাথে। এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আর সেটাকে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আজকালও যেসব লোক নিজ থেকে হালাল বস্তুসমূহকে হারাম বলে দেয়, যেমন– মীলাদ শরীফের শিরনী, ফাতিহা, গেয়ারবী শরীফ ও ওরস ইত্যাদি ঈসালে সাওয়াব' এর বস্তুসমূহ, যেগুলো হারাম হওয়ার পক্ষে শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই, তাদের এ আয়াত শরীফের নির্দেশকে ভয় করা উচিত। কারণ, এসব বস্তু সম্বন্ধে একথা বলে দেয়া– 'এ গুলো শরীয়ত মতে হারাম', আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করার নামান্তর মাত্র।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. এবং তোমাদের জিহ্বাসমূহ মিথ্যা বর্ণনা করছে বলে তোমরা এটা বলোনা, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম;' এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রচনা করবে (২৬৮)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রচনা করে তাদের মঙ্গল হবেনা।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. অল্প সুখ-সম্ভোগ মাত্র (২৬৯); এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (২৭০)।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. এবং বিশেষ করে ইহুদীদের উপর আমি হারাম করেছি ঐসব বস্তু, যা পূর্বে আপনাকে আমি (পড়ে) শুনিয়েছি (২৭১) এবং আমি তাদের উপর যুলুম করিনি। হাঁ, তারাই তাদের আত্মাসমূহের উপর যুলুম করতো (২৭২)।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

১১৯. অতঃপর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশতঃ (২৭৩) মন্দ কাজ করে বসেছে; অতঃপর এর পরে তাওবা করেছে এবং (নিজেদেরকে) সংশোধন করে নেয়, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এরপর (২৭৪) অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ' – ষোল

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. নিশ্চয় ইব্রাহীম এক 'ইমাম' ছিলো (২৭৫); আল্লাহ্‌র অনুগত এবং সবার থেকে আলাদা (২৭৬); এবং মুশরিক ছিলো না (২৭৭);

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২১. তার অনুগ্রহসমূহের উপর কৃতজ্ঞ, আল্লাহ্ তাকে বেছে নিয়েছিলেন (২৭৮) এবং তাকে সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. এবং আমি তাকে দুনিয়ায় মঙ্গল দিয়েছি (২৭৯) এবং নিঃসন্দেহে, আখিরাতে সে নৈকট্যের উপযোগী।

টীকা-২৬৯. এবং দুনিয়ার কিছু দিনের ভোগ-বিলাস মাত্র; যা স্থায়ী থাকার নয়।

টীকা-২৭০. রয়েছে, আখিরাতে।

টীকা-২৭১. সূরা আন্'আমের– আয়াত

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ –

(অর্থাৎ ইহুদীদের জন্য নখযুক্ত সমস্ত পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম)– আল্-আয়াতে।

টীকা-২৭২. বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা সম্পাদন করে; যার শাস্তি স্বরূপ ঐসব বস্তু তাদের উপর হারাম হয়েছে। যেমন, আয়াত–

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ –

(অর্থাৎঃ "অতঃপর ইহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাদের জন্য হারাম করেছি এমন সব পবিত্র বস্তু, যা তাদের জন্য পূর্বে হালাল করা হয়েছিলো।")–এর মধ্যে এরশাদ করা হয়েছে।

টীকা-২৭৩. পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা ব্যতিরেকে

টীকা-২৭৪ অর্থাৎ তওবার।

টীকা-২৭৫. সৎ-চরিত্রসমূহ, পছন্দনীয় আচার-ব্যবহার ও প্রশংসিত গুণাবলীর পরিব্যাপক;

টীকা-২৭৬. দ্বীন-ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত।

টীকা-২৭৭. এতে ক্বোরাঈশ গোত্রীয় কাফিরদের দাবী মিথ্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা নিজেরা নিজেদেরকে ইব্রাহীমী দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে ধারণা করতো;

টীকা-২৭৮. স্বীয় 'নবূয়ত' ও 'খলীল (একান্ত ঘনিষ্ট বন্ধু) হওয়ার জন্য।

টীকা-২৭৯. (তা হচ্ছে–) রিসালত, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুন্দর-প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা। সমস্ত ধর্মাবলম্বী মুসলমান– ইহুদী ও খৃষ্টান এবং আরবের মুশরিকগণ– সবাই তাঁকে সম্মান করে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখে।

টীকা-২৮০. 'অনুসরণ' (اتباع) দ্বারা এখানে ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি (عقائد واصول دين)-এর প্রতি ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ অনুসরণেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে তাঁর (দঃ) মহা-মর্যাদা ও উচ্চাসনের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর 'দ্বীন-ই-ইব্রাহীম'-এর প্রতি ঐকমত্য পোষণ করা তথা সমর্থন করা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালামের জন্য তাঁর সমস্ত মর্যাদা ও পূর্ণতার মধ্যে সর্বোচ্চ অনুগ্রহ ও আভিজাত্য রয়েছে। কেননা, তিনি (দঃ) হচ্ছেন- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। যেমন, 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নবী ও সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা তাঁর (দঃ) মর্যাদা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ। কবির ভাষায়-

تو اصلی و باقی طفیل تو اند
تو شاہی و مجموع خیل تو اند

অর্থাৎঃ "আপনি আসল ও মূল এবং অন্যান্যরা আপনার ওসীলায়। আপনি বাদশাহ আর অন্যান্যরা সবাই আপনার অশ্বারোহী সৈন্যদল।"

টীকা-২৮১. অর্থাৎ 'শনিবার'-এর প্রতি সম্মান দেখানো, সেদিন শিকার বর্জন করা এবং সময়কে ইবাদতের জন্য অবসর করে নেয়া ইহুদী সম্প্রদায়ের উপর ফরয করা হয়েছিলো। আর এর ঘটনা এরূপ ছিলোঃ

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম (প্রথমে) তাদেরকে 'জুমু'আহ্ বারের' প্রতি সম্মান দেখাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এরশাদ করেছিলেন- "তোমরা সপ্তাহের একটা দিন ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করো! উক্ত দিনে অন্য কোন কাজ করোনা।" এতে তারা মত-বিরোধ করলো এবং বললো, "সে দিনটি জুমু'আহ্ নয়; বরং 'শনিবার' হওয়া চাই;" তাদের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দল ব্যতীত, যারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নির্দেশে জুমু'আহ্র দিনকে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদেরকে 'শনিবার'-এর অনুমতি দিয়ে দিলেন এবং এ দিনে শিকার হারাম করে দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। অতঃপর যেসব লোক জুমু'আহ্র উপর সন্তুষ্ট ছিলো, শুধু তারাই অনুগত রইলো। তাঁরাই শুধু উক্ত নির্দেশ মেনে চললো। অবশিষ্ট লোকেরা ধৈর্যধারণ করতে পারলোনা। তারা শিকার করলো। এর পরিণাম এই হয়েছিলো যে, তাদের আকৃতি বিকৃত করে দেয়া হলো। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা 'আ'রাফ'-এ বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১২৩. অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি যে, 'ইব্রাহীমের দ্বীনের অনুসরণ করুন! যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে পৃথক ছিলেন এবং মুশরিক ছিলেন না (২৮০)।'

اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১২৪. শনিবারকে তো তাদের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যারা এ সম্বন্ধে মতভেদকারী হয়ে গেছে (২৮১)। এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ক্বিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো (২৮২)।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

১২৫. (আপনি) আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন (২৮৩) পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা (২৮৪) এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয় (২৮৫)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবে জানেন সৎ পথ প্রাপ্তদেরকে।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

১২৬. এবং যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে এমনই শাস্তি দাও যেমন তোমাদেরকে কষ্ট দিয়েছিলো (২৮৬)

টীকা-২৮২. এভাবে যে, অনুগতকে পুরস্কার দেবেন, আর অমান্যকারীকে শাস্তি দেবেন। এরপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-২৮৩. অর্থাৎ সৃষ্টিকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান করুন!

টীকা-২৮৪. 'পরিপক্ক কলা-কৌশল' দ্বারা ঐ মজবুত প্রমাণের কথা বুঝানো হয়েছে, যা সত্যকে সুস্পষ্ট করে ও সন্দেহাদি দূরীভূত করে দেয়। আর 'সদুপদেশ' দ্বারা সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করা ও ভীতিপ্রদ বস্তুসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৮৫. 'উত্তম কর্মপন্থা' দ্বারা একথা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর নিদর্শনা ও দলিলাদি সহকারে আহ্বান করবেন।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, সত্যের প্রতি আহবান ও দ্বীনের সত্যতা প্রকাশের জন্য 'মুনাযারাহ্'য় (তর্কযুদ্ধ) অবতীর্ণ হওয়া বৈধ।

টীকা-২৮৬. অর্থাৎ শাস্তি যেন অপরাধের পরিমাণে হয়, তা থেকে যেন অধিক না হয়।

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো (২৮৭), তবে নিঃসন্দেহে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য ধৈর্যই সর্বাধিক উত্তম।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং হে মাহবূব! আপনি ধৈর্যধারণ করুন। এবং আপনার ধৈর্য আল্লাহ্‌রই সাহায্যক্রমে, আর তাদের জন্য দুঃখ করবেন না (২৮৮) এবং তাদের প্রতারণার কারণে আপনি মনঃক্ষুন্ন হবেন না (২৮৯)।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরই সাথে আছেন, যারা ভয় করে এবং যারা সৎকর্ম করে। ★

শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে কাফিরগণ মুসলমানদের শহীদদের চেহারাগুলোকে ক্ষ বিক্ষত করে তাঁদের আকৃতিকে বদলিয়ে দিয়েছিলো। আর তাঁদের পেট চিরে ফেলেছিলো, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করেছিলো। ঐসব শহীদের মধ্যে হযরত হাম্‌যাও ছিলেন। বিশ্বকুল সরদারি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। আর হুযূর (দঃ) শপথ করেছিলেন যে, এক হযরত হামযার প্রতিশোধ সত্তরজন কাফির থেকে নেয়া হবে এবং সত্তর জন কাফিরের এই অবস্থা করা হবে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন হুযূর (দঃ) ঐ ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। আর আপন শপথের কাফ্‌ফারা আদায় করেছিলেন।

মাস্‌আলাঃ 'মুসলাহ্' (مُثْلَة) অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন করে কারো শারীরিক আকৃতিকে বিকৃত করে ফেলা শরীয়ত মতে হারাম। (মাদারিক)

টীকা-২৮৭. এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করোনা!

টীকা-২৮৮. যদি তারা ঈমান না আনে

টীকা-২৮৯. কেননা, আমিই আপনার সাহায্যকারী ও সহায়ক। ★

****

★ 'সূরা নাহ্‌ল' সমাপ্ত।

চতুর্দশ পারা সমাপ্ত।